শিক্ষক সহায়িকা

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

নবম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

মুক্তিযুদ্ধের কয়েকজন শহিদ বুদ্ধিজীবী

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় জ্ঞানী-গুণী ও মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ যাঁরা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকার, আলবদর, আল শাম্‌স বাহিনী কর্তৃক পরিকল্পিতভাবে হত্যাযজ্ঞের শিকার হয়েছিলেন তাঁরাই শহিদ বুদ্ধিজীবী। শহিদ বুদ্ধিজীবীদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে ১৪ই ডিসেম্বর শোকাবহ শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত হয়। বুদ্ধিজীবী হত্যা ছিল বাঙালিদের মেধাশূন্য করার জন্য পাকিস্তানি শাসকদের নীলনকশার বাস্তবায়ন। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নির্দেশনা ও মদদে একশ্রেণির ঘৃণ্য দালাল এই হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত করে।

২০১০ সালে শেখ হাসিনা সরকারের আমলে গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডে জড়িত সাজাপ্রাপ্তদের অনেকের প্রাণদণ্ড ইতোমধ্যে কার্যকর হয়েছে। বাকিদের বিচার বাস্তবায়নের কাজ এগিয়ে চলছে। কালো পতাকা উত্তোলন, জাতীয় পতাকা অর্ধনমিতকরণ, মিরপুর শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ, শহিদদের স্মরণে আলোচনা সভা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, মিলাদ মাহফিলসহ নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে বিনম্র শ্রদ্ধায় দিবসটি পালিত হয়।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২২ অনুযায়ী প্রণীত
এবং ২০২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে নবম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত শিক্ষক সহায়িকা

শিক্ষক সহায়িকা
ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

নবম শ্রেণি
(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

রচনা

আবুল মোমেন
অধ্যাপক ড. আকসাদুল আলম
অধ্যাপক ড. স্বপন চন্দ্র মজুমদার
অধ্যাপক ড. মোঃ আতিকুর রহমান
ড. মোঃ মাসুদ-আল-কামাল
জেরিন আক্তার
ড. মীর আবু সালেহ শামসুদ্দীন
মুহম্মদ নিজাম
সিদ্দিক বেলাল
উমা ভট্টাচার্য্য
শেখ মোঃ এনামুল কবির

সম্পাদনা

অধ্যাপক আবুল মোমেন
অধ্যাপক ড. আকসাদুল আলম

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ
৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর ২০২৩

শিল্প নির্দেশনা
মঞ্জুর আহমদ

প্রচ্ছদ
রাসেল রানা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গকথা

পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে জীবন ও জীবিকা। প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে পরিবর্তনের গতিও হয়েছে অনেক দ্রুত। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বিশ্বের সঙ্গে আমাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কারণ প্রযুক্তির উন্নয়ন ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে এগিয়ে চলেছে অভাবনীয় গতিতে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব পর্যায়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ আমাদের কর্মসংস্থান এবং জীবনযাপন প্রণালিতে যে পরিবর্তন নিয়ে আসছে তার মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্ক আরও নিবিড় হবে। অদূর ভবিষ্যতে অনেক নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হবে যা এখনও আমরা জানি না। অনাগত সেই ভবিষ্যতের সাথে আমরা যেন নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারি তার জন্য এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটলেও জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুদূষণ, অভিবাসন এবং জাতিগত সহিংসতার মতো সমস্যা আজ অনেক বেশি প্রকট। দেখা দিচ্ছে কোভিড ১৯-এর মতো মহামারি যা সারা বিশ্বের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং অর্থনীতিকে থমকে দিয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সংযোজিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা।

এসব চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তার টেকসই ও কার্যকর সমাধান এবং আমাদের জনমিতিক সুফলকে সম্পদে রূপান্তর করতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দূরদর্শী, সংবেদনশীল, অভিযোজন-সক্ষম, মানবিক, বৈশ্বিক এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষা হচ্ছে এই লক্ষ্য অর্জনের একটি শক্তিশালী মাধ্যম। এজন্য শিক্ষার আধুনিকায়ন ছাড়া উপায় নেই। আর এই আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে একটি কার্যকর যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি নিয়মিত কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন। সর্বশেষ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয় ২০১২ সালে। ইতোমধ্যে অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছে। প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং শিখন চাহিদা নিরূপণের জন্য ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালব্যাপী এনসিটিবির আওতায় বিভিন্ন গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলন পরিচালিত হয়। এসব গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে টিকে থাকার মতো যোগ্য প্রজন্ম গড়ে তুলতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অবিচ্ছিন্ন যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে।

যোগ্যতাভিত্তিক এ শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন যথোপযুক্ত শিখন সামগ্রী। এ শিখন সামগ্রীর মধ্যে শিক্ষক সহায়িকার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। যেখানে পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় অন্যান্য শিখন সামগ্রী ব্যবহার করে কীভাবে শ্রেণি কার্যক্রমকে যৌক্তিকভাবে আরও বেশি আনন্দময় এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক করা যায় তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। শ্রেণি কার্যক্রমকে শুধু শ্রেণিকক্ষে সীমাবদ্ধ না রেখে এর বাইরেও নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সুযোগ রাখা হয়েছে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের। সকল ধারার (সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি) শিক্ষকবৃন্দ এ শিক্ষক সহায়িকা অনুসরণ করে শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। আশা করা যায়, প্রণীত এ শিক্ষক সহায়িকা আনন্দময় এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়নে সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, পরিমার্জন, চিত্রাঙ্কন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরীক্ষামূলক এই সংস্করণে কোনো ভুল বা অসংগতি কারো চোখে পড়লে এবং এর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনো পরামর্শ থাকলে তা জানানোর জন্য সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সাধারণ নির্দেশনা

পাঠ্যপুস্তকের অভিজ্ঞতা বিষয়ক: পাঠ্যপুস্তকের অভিজ্ঞতা ও এর সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী কাজগুলো শিক্ষক সহায়িকায় উল্লেখ না থাকলেও শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা পাঠ এবং অনুশীলনী কাজ করার নির্দেশনা দিন ও সহায়তা প্রদান করুন।

দলীয় কাজ পরিচালনায়: দলীয় কাজের জন্য ৫-৬ জন শিক্ষার্থী নিয়ে দল গঠন করার নির্দেশনা দিন। দল গঠনের সময় খেয়াল রাখবেন যেনো প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতায় ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষার্থী নিয়ে দল গঠিত হয়। একটি দলই যেনো বার বার গঠন না করা হয়। প্রতি দলে বিভিন্ন কাজে দক্ষ ও পারদর্শী শিক্ষার্থীর সমন্বয় যেনো থাকে তা খেয়াল রাখুন। লক্ষ্য রাখুন একই শিক্ষার্থী/শিক্ষার্থীগণ যেনো দলগত কাজ বার বার উপস্থাপনা না করে। ক্লাসের বিভিন্ন দলীয় কাজের উপস্থাপনায় সব শিক্ষার্থী সমান সুযোগ নিশ্চিত করুন। প্রতিটি দলের উপস্থাপনা শেষে শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনের সাথে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি প্রশ্ন করে মতামত জানুন। এতে করে শিক্ষার্থীরা মনোযোগ সহকারে অন্য দলের উপস্থাপনা শুনবে।

একক কাজ পরিচালনায়: একক কাজটি শিক্ষার্থীদের নিজে করার স্বাধীনতা দিন। লক্ষ্য রাখুন কাজটি করতে শিক্ষার্থীর কোনো ধরণের সহায়তা প্রয়োজন কীনা। প্রয়োজনে শিক্ষার্থীকে জিজ্ঞেস করুন কাজটি কতটুকু সম্পন্ন হয়েছে? শিক্ষার্থীর কোনো সহযোগিতার প্রয়োজন আছে কী না।

অনুসন্ধানী কাজ পরিচালনায়: অনুসন্ধানী কাজ পরিচালনার আগে প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমতি চেয়ে নিন। শিক্ষার্থীদের তথ্যদাতার কাছ থেকে অনুমতি নেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করুন। শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার বিষয়ে সর্বোচ্চ মনোযোগ দিন।

ফিল্ড ট্রিপ বা মাঠ পরিদর্শনে: সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে মাঠ পরিদর্শনের কাজটি পরিচালনা করুন। শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার বিষয়ে সর্বোচ্চ মনোযোগ দিন। শিক্ষার্থী সংখ্যার ওপর এবং মাঠের বাস্তবিক অবস্থা পর্যালোচনা করে কীভাবে নির্দিষ্ট সময়ে যথাযথভাবে মাঠ পরিদর্শনের কাজটি পরিচালনা করবেন সে বিষয়ে পরিকল্পনা করুন। নির্ধারিত দিনের কমপক্ষে এক সপ্তাহ আগে এই বিষয়ে পরিকল্পনার কাজটি সমাপ্ত করুন। প্রয়োজনে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সহায়তা নিন।

বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়: বিদ্যালয়ে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু সহ বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ ও গোত্রের শিক্ষার্থী থাকতে পারে। সবার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সহনশীলতার দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শন করুন। এছাড়া বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের প্রতি মনোযোগী হোন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করুন।

সূচিপত্র

শিখন অভিজ্ঞতার নাম	যোগ্যতা	পৃষ্ঠা
প্রকৃতি ও সমাজ অনুসন্ধান	৯.১	১-৭
আত্মপরিচয় ও মানবিক আচরণ	৯.২	৮-১১
‘বাংলাদেশ’ ও ‘বঙ্গবন্ধু’ – মানবতাবাদী ধারা ও অসম্প্রদায়িক চেতনা	৯.৪	১২-১৫
রাজনৈতিক কাঠামো ও নাগরিক দায়িত্ব বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট: রাজনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে	৯.৬	১৬-২১
রাজনৈতিক ইতিহাসের বৈচিত্র্যময় গতিপথ	৯.৩	২২-২৪
ব্যক্তি জীবনে সামাজিক কাঠামো	৯.৫	২৫-২৭
প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের স্বরূপ: সম্ভবনা, ঝুঁকি ও আমাদের করণীয়	৯.৭	২৮-৩৬
সম্পদের উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ ও সমতার নীতি	৯.৮	৩৭-৩৯

শিখন অভিজ্ঞতার নাম: প্রকৃতি ও সমাজ অনুসন্ধান

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা: ৯.১: প্রকৃতি ও সমাজের বিভিন্ন উপাদান কীভাবে ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট তৈরি করে এবং সেই অনুযায়ী কীভাবে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয় তা উপলব্ধি করা এবং তাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে যাচাই করা ও সে অনুযায়ী সংবেদনশীল আচরণ করতে পারা।

মোট সেশন সংখ্যা: ২০টি **মোট কর্মঘণ্টা: ১৪ ঘণ্টা**

সামগ্রিক কাজের বিবরণী:

এই পাঠে শিক্ষার্থীরা প্রথমে নিজ এলাকার কয়েকটি প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপাদান নির্ণয় করবে। এরপর পাঠ্যপুস্তক, পত্রিকা, বই, ইন্টারনেট ইত্যাদি বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য নিয়ে দুটো ভিন্ন ভূ-প্রকৃতি ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জনগোষ্ঠীর ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট নির্ণয় করে বিশ্লেষণ করবে। প্রেক্ষাপট দুটোর উপর প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপাদানের প্রভাব চিহ্নিত করবে। প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপাদান সংরক্ষণের প্রতি সমাজের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি খুঁজে বের করবে। এরপর শিক্ষার্থীরা তাদের নিজ এলাকার ইতিহাস ও সামাজিক প্রেক্ষাপট তৈরিতে প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপাদানের প্রভাব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে অনু-সন্ধান করবে। অনুসন্ধানে প্রাপ্ত ফলাফল একটি সেমিনার আয়োজনের মাধ্যমে উপস্থাপন করবে। এরপর মুক্ত আলোচনায় শিক্ষক ও সহপাঠীর কাছ থেকে মতামত নিয়ে এলাকার প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপাদান সংরক্ষণে মানুষের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে করণীয় নির্ধারণ করবে।

শিক্ষার্থীরা শিখন-শেখানোর অভিজ্ঞতামূলক চক্রের বিভিন্ন ধাপে কি কি কার্যক্রম পরিচালনা করবে তা নিচে দেওয়া হল।

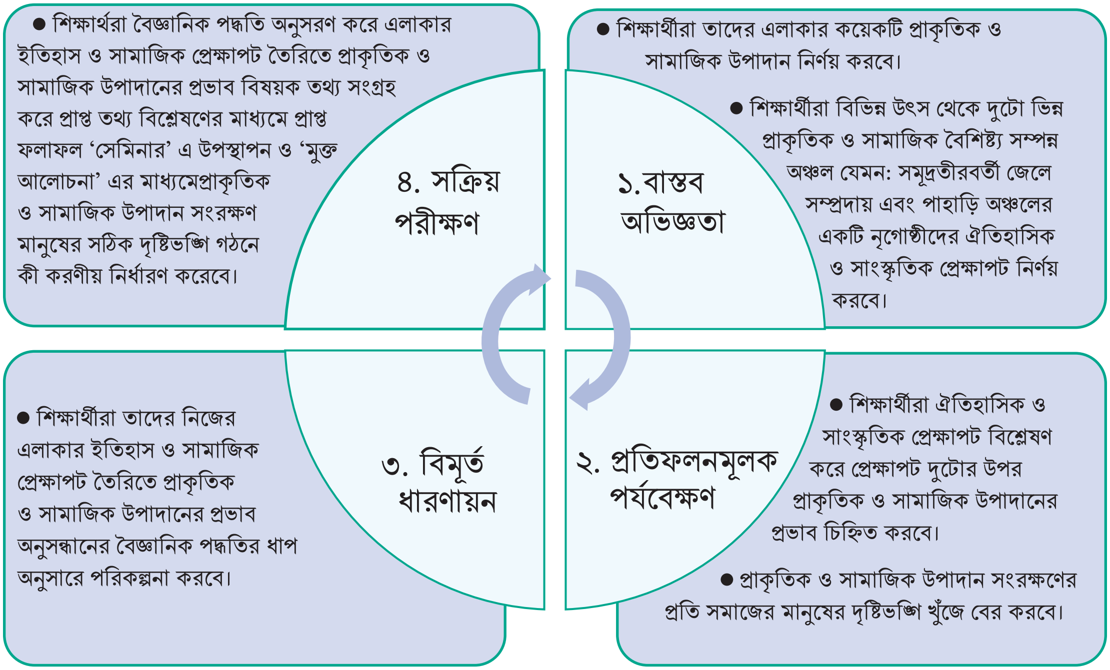

থিম নং	থিম	সেশন
১.	প্রকৃতি ও সমাজের বিভিন্ন উপাদান কীভাবে ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট তৈরি করে তা নির্ণয়	সেশন ১-৮
২.	প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপাদান সংরক্ষণের প্রতি সমাজের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি অন্বেষণ	সেশন ৯-১০
৩.	নিজ এলাকার ইতিহাস ও সামাজিক প্রেক্ষাপট তৈরিতে প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপাদানের প্রভাব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে অনুসন্ধান ও এলাকার মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি গঠনের উপায় অন্বেষণ	সেশন ১১-২০

থিম ১: প্রকৃতি ও সমাজের বিভিন্ন উপাদান কীভাবে ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট তৈরি করে তা নির্ণয়

শিক্ষকের করণীয়:

সেশন ১:

- শিক্ষার্থীদের ৫-৬ জনের একটি করে দল গঠন করার নির্দেশ দিন।
- এরপর নিজ এলাকার কয়েকটি প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপাদান নির্ণয় করে নিচের ছকটি পূরণ করতে বলুন।

আমার এলাকার প্রাকৃতিক উপাদান	আমার এলাকার সামাজিক উপাদান

- এরপর দলে পরস্পরের মধ্যে তাদের করা কাজটি নিয়ে আলোচনা করতে বলুন।

সেশন ২-৩:

- শিক্ষার্থীদের পূর্বের গঠিত দলে বসে পাঠ্যপুস্তক, পত্রিকা, বই, ইন্টারনেট ইত্যাদি বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য নিয়ে দুটো ভিন্ন ভূ-প্রকৃতি ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জনগোষ্ঠী (যেমন সমুদ্রতীরবর্তী জেলে সম্প্রদায় এবং পাহাড়ি অঞ্চলের নৃগোষ্ঠীর) সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে বলুন।
- তথ্য সংগ্রহের সময় শিক্ষার্থীদের সার্বিক সহযোগিতা করুন।
- পাঠ্যপুস্তকে সমুদ্রতীরবর্তী জেলে সম্প্রদায় এবং পাহাড়ি অঞ্চলের নৃগোষ্ঠীর দুটি গল্প পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া আছে। তাদের এই দুটো গল্পের পাশাপাশি বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য নেওয়ার জন্য উৎসাহিত করুন।

সেশন ৪-৫:

- দুটো ভিন্ন ভূ-প্রকৃতি ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জনগোষ্ঠীর ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট নির্ণয় করে নিচের ছকটির মতো করে ছক করার নির্দেশ দিন। উদাহরণ হিসেবে নিচের ছকটি দেওয়া হলো। শিক্ষার্থীরা তাদের পছন্দ মতো যেকোনো দুটি ভিন্ন ভূ-প্রকৃতি ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জনগোষ্ঠীর ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট নির্ণয় করতে পারবে।

প্রেক্ষাপট	জেলে সম্প্রদায়	পাহাড়ী অঞ্চলের নৃগোষ্ঠী
ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট		
সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট		

সেশন ৬-৮:

- এরপর প্রেক্ষাপট দুটোর উপর প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপাদানের প্রভাব সম্পর্কে দলে আলোচনা করে নিচে দুটো ছকের মতো ছক করার নির্দেশনা দিন। উদাহরণ হিসেবে নিচের দুটি ছক দেওয়া হল।

জেলে সম্প্রদায়	ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট	সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট
প্রাকৃতিক উপাদান		
সামাজিক উপাদান		

পাহাড়ি অঞ্চলের নৃগোষ্ঠী	ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট	সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট
প্রাকৃতিক উপাদান		
সামাজিক উপাদান		

থিম ২: প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপাদান সংরক্ষণের প্রতি সমাজের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি অন্বেষণ

শিক্ষকের করণীয়:

সেশন ৯-১০:

- শিক্ষার্থীদের দলগতভাবে প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপাদান সংরক্ষণের প্রতি সমাজের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন তা দলে আলোচনা করার নির্দেশ দিন।
- তাদের আলোচনা থেকে আসা বিষয়গুলো বুলেট পয়েন্ট আকারে কাগজে লিখে রাখার নির্দেশনা দিন।
- শিক্ষার্থীদের তাদের আলোচনার বিষয়গুলো উপস্থাপন করতে বলুন। প্রতিদল থেকে ১-২ জনকে উপস্থাপন করতে বলুন।
- অন্য শিক্ষার্থীদের মনোযোগ সহকারে উপস্থাপনা শুনতে বলুন।

থিম ৩: নিজ এলাকার ইতিহাস ও সামাজিক প্রেক্ষাপট তৈরিতে প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপাদানের প্রভাব অনুসন্ধান ও এলাকার মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি গঠনের উপায় অন্বেষণ

শিক্ষকের করণীয়:

সেশন ১১-১৩:

- শিক্ষার্থীদের নিজ এলাকার ইতিহাস ও সামাজিক প্রেক্ষাপট তৈরিতে কীভাবে প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপাদান প্রভাব ফেলছে তা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধান করার নির্দেশনা দিন। শিক্ষার্থীদের অনুসন্ধান কাজের নির্দেশনা ও সহযোগিতা করার জন্য প্রয়োজনে ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যবই থেকে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জেনে নিন।
- এজন্য বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পদ্ধতির ধাপগুলো বুঝিয়ে দিন।

ধাপ	ধাপটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	উদাহরণ
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধা-নের জন্য বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা	বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধানের জন্য বিষয়বস্তু নির্ধারণ করব।	আমার এলাকার সামাজিক উপাদানের পরিবর্তন 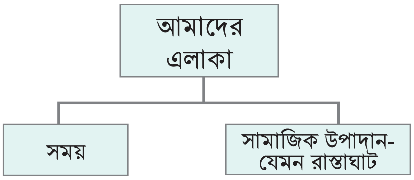

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধানের জন্য প্রশ্ন তৈরি করা	বিষয়বস্তু সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য একাধিক প্রশ্ন তৈরি করব।	১. আমাদের এলাকার আগে রাস্তাঘাট কেমন ছিল? ২. আমাদের এলাকার বর্তমান রাস্তাঘাট এখন কেমন?
তথ্যের উৎস নির্বাচন করা	বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধানের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য কোথা থেকে সংগ্রহ করতে পারি তা নির্বাচন করতে হবে।	এলাকার রাস্তাঘাটের আগের ও বর্তমানের অবস্থা জানার জন্য এলাকার বয়স্ক লোক নির্ধারণ করব। আমরা কতজনের কাছ থেকে তথ্য নিব তাও নির্ধারণ করব। এছাড়াও বই, জার্নাল, ম্যাগাজিন, মিউজিয়াম ইত্যাদি উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে পারব।
তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি নির্ধারণ	তথ্য সংগ্রহের জন্য আমরা দলগত আলোচনা/সাক্ষাৎকার / পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারি।	এলাকার রাস্তা-ঘাটের পরিবর্তন সম্পর্কে তথ্য নেওয়ার জন্য প্রশ্নমালা তৈরি করে সাক্ষাৎকার নেওয়ার পদ্ধতি নির্ধারণ করব।
সময় ও বাজেট নির্ধারণ	অনুসন্ধানী কাজ পরিচালনার জন্য আমাদের কোন অর্থের প্রয়োজন আছে কীনা এবং কতটুকু সময় লাগতে পারে তা নির্ধারণ।	অনুসন্ধানী কাজ পরিচালনার জন্য কোনো অর্থের প্রয়োজন হবে কীনা তা নির্ধারণ করব। যদি অর্থের প্রয়োজন হয় নূন্যতম কত টাকার মধ্যে আমরা অনুসন্ধানী কাজটি করব তার একটি হিসাব তৈরি করব। অনুসন্ধানী কাজটি কত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করব তারও পরিকল্পনা করব।

তথ্য সংগ্রহ করা	এই ধাপে নির্বাচিত তথ্যের উৎস ও তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি অবলম্বন করে তথ্য সংগ্রহ করব। তথ্য সংগ্রহের সময় আমরা টেপ রেকর্ডার ব্যবহার বা খাতায় নোট করে রাখতে পারি। তবে অবশ্যই তথ্যদাতার কাছ থেকে অনুমতি নিয়েই এই কাজটি করতে হবে।	এলাকার রাস্তা-ঘাটের পরিবর্তন সম্পর্কে তথ্য নেওয়ার জন্য বয়স্ক ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নিয়ে প্রশ্নমালার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করব।
তথ্য বিশ্লেষণ করা	সংগৃহিত তথ্য পড়তে হয়, প্রয়োজনীয় তথ্যের মধ্যে যেগুলো প্রয়োজনীয় তা নির্বাচন করতে হয় এবং সাজাতে হয় অথবা হিসাব নিকাশ করে গ্রাফ বা চার্ট আকারে প্রকাশ করতে হয়।	তথ্যদাতার প্রশ্নের উত্তরের মাধ্যমে তথ্য প্রদান করেন। তিনি অপ্রাসঙ্গিক অনেক তথ্য দিতে পারেন। তাই আমরা অনুসন্ধানের বিষয়বস্তুর সাথে প্রাসঙ্গিক তথ্য খুঁজে বের করে সাজাব।
ফলাফল ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ	তথ্য বিশ্লেষণ করে যে উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় সেটাই অনুসন্ধানী পদ্ধতির ফলাফল। এই ফলাফলের ভিত্তিতে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকি।	আমরা আমাদের সংগৃহিত তথ্য বিশ্লেষণ করে এলাকার রাস্তাঘাট আগের ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে যে উত্তর পাব সেটিই হচ্ছে আমাদের অনুসন্ধানী পদ্ধতির ফলাফল। এই ফলাফলের ভিত্তিতে আমরা সিদ্ধান্ত নিব আমাদের এলাকার রাস্তা-ঘাটের কী রকম পরিবর্তন হয়েছে।
ফলাফল অন্যদের সাথে উপস্থাপন ও শেয়ার করা	আমরা আমাদের ফলাফল গ্রাফ পেপার, পোস্টার, নাটিকা, ছবি, চার্ট ইত্যাদি উপায়ে উপস্থাপন করতে পারি। এছাড়াও ম্যাগাজিনে বা ক্লাসে প্রতিবেদন আকারে জমা দিতে পারি।	আমরা আমাদের সংগৃহিত তথ্য থেকে এলাকার রাস্তাঘাট আগে কেমন ছিল এবং বর্তমানে কেমন সেটা তুলে ধরতে একটি ছোট প্রতিবেদন লিখতে পারি। এছাড়াও ছবি এঁকে বা পোস্টারে লিখে বা ছোট গল্প আকারে মৌখিক উপস্থাপন করতে পারি।

- পাঠ্যপুস্তকে উল্লেখিত তথ্য সংগ্রহের সময় করণীয় বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করুন।

তথ্যগ্রহণের সময় করণীয়:

১. অবশ্যই উত্তরদাতার কাছ থেকে সম্মতি নিতে হবে।

২. শিক্ষার্থীরা তথ্যদাতাকে জানিয়ে রাখবে সংগৃহিত উত্তর শুধুমাত্র তাদের এই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পদ্ধতি-তে ব্যবহার করবে। অন্যকোনো উদ্দেশ্যে নয়।

৩. কতটুকু সময় লাগতে পারে তা উত্তরদাতাকে জানানো।

৪. তিনি সময় দিতে পারবেন কি না তা জেনে নেওয়া।

৫. উত্তরদাতা যদি উত্তর দেওয়ার কোনো এক সময় উত্তর প্রদান করতে অনিচ্ছা প্রদর্শন করেন সে মুহূর্তেই প্রশ্ন করা বন্ধ করে দেওয়া।

৬. উত্তর দাতার উত্তর ঠিক না ভুল হয়েছে এ ধরনের কোনো কথা না বলা যেনো উত্তরদাতা সম্পূর্ণ নিজের মতামত ব্যক্ত করতে পারেন।

- প্রয়োজনে মৌখিক প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছে এই করণীয় বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে চান।

সেশন ১৪-১৬:

- শিক্ষার্থীদের পূর্বের মতো দল গঠন করতে বলুন।
- প্রতিটি দল নিজ এলাকার ইতিহাস ও সামাজিক প্রেক্ষাপট তৈরিতে কীভাবে প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপাদান প্রভাব ফেলছে তা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধান করবে।
- দলে আলোচনা করে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের বিষয়বস্তু, তথ্যের উৎস, তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি, বাজেট ও সময় নির্ধারণ করতে বলুন।
- এরপর তাদের পরিকল্পনা অনুসারে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে ফলাফল ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের নির্দেশা দিন।

সেশন ১৭-২০:

- শিক্ষার্থীরা একটি সেমিনারের আয়োজন করবে যেখানে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আমন্ত্রণ জানানো হবে।
- এই সেমিনার আয়োজনে শিক্ষার্থীদের সার্বিক সহায়তা প্রদান করুন।
- প্রতিদল তাদের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পদ্ধতি থেকে প্রাপ্ত ফলাফল ও সিদ্ধান্ত সেমিনারে উপস্থাপন করতে বলুন।
- সেমিনার শেষে মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষক ও সহপাঠীর কাছ থেকে মতামত নিয়ে এলাকার প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপাদান সংরক্ষণে মানুষের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে করণীয় নির্ধারণ করতে বলুন।

শিখন অভিজ্ঞতার নাম: আত্মপরিচয় ও মানবিক আচরণ

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা ৯.২: বিভিন্ন ভৌগোলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে মানুষের আত্মপরিচয় ও আচরণিক প্যাটার্ন কীভাবে গড়ে ওঠে তা অনুসন্ধান করতে পারা।

মোট সেশন সংখ্যা: ১৪টি **মোট কর্মঘণ্টা: ৯ ঘণ্টা**

সামগ্রিক কাজের বিবরণী:

এই অভিজ্ঞতায় শিক্ষার্থীরা প্রথমে তাদের আত্মপরিচয় লিখবে। এরপর জোড়ায় বসে পরস্পরের আত্মপরিচয়ের মিল ও অমিল বের করে তালিকা করবে। শিক্ষার্থীরা তাদের আত্মপরিচয়ের কোন বিষয়গুলো ভৌগোলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের সাথে সম্পৃক্ত তা নির্ণয় করবে। বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য নিয়ে ভৌগোলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট কীভাবে মানুষের আচরণিক প্যাটার্ন তৈরি করে তা নির্ণয় করবে। বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে মানুষের আচরণিক প্যাটার্নের ভিন্নতা সনাক্ত করবে। শিক্ষার্থীরা তাদের নিজ এলাকার মানুষের ভৌগোলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে আচরণিক প্যাটার্ন বৈজ্ঞানিকভাবে অনুসন্ধান করবে। তাদের অনুসন্ধান থেকে প্রাপ্ত ফলাফল ও সিদ্ধান্ত প্যানেল আলোচনায় উপস্থাপন করবে।

শিক্ষার্থীরা শিখন-শেখানোর অভিজ্ঞতামূলক চক্রের বিভিন্ন ধাপে কি কি কার্যক্রম পরিচালনা করবে তা নিচে দেওয়া হল:

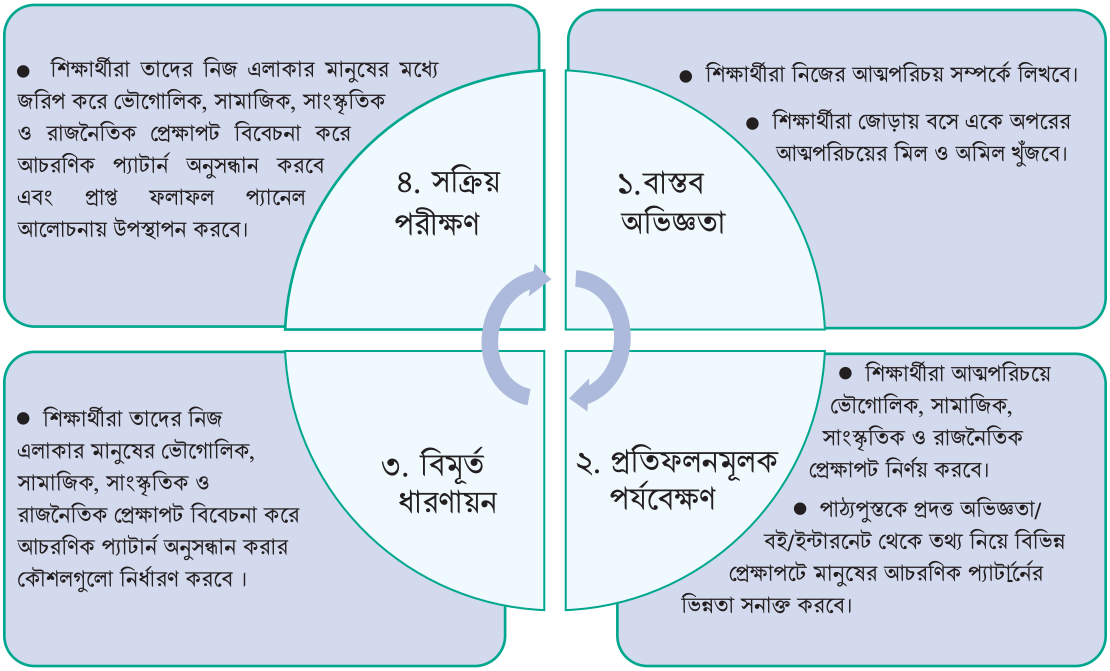

থিম নং	থিম	সেশন
১.	ভৌগোলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিজ আত্মপরিচয় অন্বেষণ	১-৫
২.	বিভিন্ন ভৌগোলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মানুষের আচরণিক প্যাটার্নের ভিন্নতা সনাক্ত	৬-৯
৩.	নিজ এলাকার মানুষের ভৌগোলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে আচরণিক প্যাটার্ন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধান ও উপস্থাপন	১০-১৪

থিম ১: ভৌগোলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিজ আত্মপরিচয় অন্বেষণ

শিক্ষকের করণীয়:

সেশন ১:

- শিক্ষার্থীদের নিজেদের আত্মপরিচয় লেখার নির্দেশনা দিন।
- আত্মপরিচয় লেখার সময় শিক্ষার্থীদের নিচের বিষয়গুলো উল্লেখ করার নির্দেশ দিন ।

আমার নাম

আমার বয়স

আমার লিঙ্গ

আমার পূর্বপুরুষ

আমার পরিবার

আমার আবাসস্থল

আমার দেশ

আমার ভাষা

আমার পছন্দের খাবার

আমার পছন্দের গান

আমার পছন্দের খেলা

আমার যা করতে ভালো লাগে

সেশন ২:

- শিক্ষার্থীদের জোড়ায় বসার নির্দেশ দিন।
- শিক্ষার্থীদের জোড়ায় বসে নিজের ও সহপাঠীর আত্মপরিচয়ের মিল ও অমিল খুঁজে বের করে নিচের ছকটি পূরণ করার নির্দেশ দিন।

আমার ও আমার বন্ধুর যা যা মিল	আমার ও আমার বন্ধুর যা যা অমিল

সেশন ৩:

- শিক্ষার্থীদের তাদের আত্মপরিচয়ের কোন বিষয়গুলো ভৌগোলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের সাথে সম্পৃক্ত তা নির্ণয় করতে বলুন। যেমন: আমার ভাষা-বাংলা- ভৌগলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট থেকে আসা।
- এই কাজটি তাদেরকে এককভাবে করার নির্দেশ দিন।

সেশন ৪-৫:

- শিক্ষার্থীদের ৫-৬ জন করে দল গঠন করতে বলুন।
- দলের সদস্যদেরকে ভৌগোলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তাদের আত্মপরিচয়ের বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতে বলুন।
- ভৌগোলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় প্রেক্ষাপটগুলো আত্মপরিচয়ের বিষয়গুলো নির্ধারণ সঠিক হয়েছে কীনা তা দলে ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করুন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করুন।

থিম ২: বিভিন্ন ভৌগোলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মানুষের আচরণিক প্যাটার্নের ভিন্নতা যাচাই

শিক্ষকের করণীয়:

সেশন ৬-৭:

- শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত শিখন অভিজ্ঞতা পড়তে বলুন।

- শিখন অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনী থেকে ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপট (ভৌগোলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট) কীভাবে মানুষের আচরণিক প্যাটার্ন তৈরি করে তা নির্ণয় করতে বলুন।

সেশন ৮-৯:

- শিক্ষার্থীদের পূর্বে গঠিত দলে বসতে বলুন।
- দলে বসে তারা পাঠ্যপুস্তক /বই/ইন্টারনেট ইত্যাদি বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য নিয়ে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে (ভৌগোলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট) মানুষের আচরণিক প্যাটার্নে ভিন্নতা সনাক্ত করতে বলুন। যেমন: নদী বিধৌত অঞ্চল, পাহাড়ি অঞ্চল, উষ্ণ দেশ, শীত প্রধান দেশ ইত্যাদি অঞ্চল ও দেশের মানুষের আচরণিক প্যাটার্ন নির্ণয় ও ভিন্নতা সনাক্তকরণ।

থিম ৩: নিজ এলাকার মানুষের ভৌগোলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে আচরণিক প্যাটার্ন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধান ও উপস্থাপন

শিক্ষকের করণীয়:

সেশন ১০-১২:

- শিক্ষার্থীদের দলগতভাবে নিজ এলাকার মানুষের ভৌগোলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে আচরণিক প্যাটার্ন বৈজ্ঞানিকভাবে অনুসন্ধান করার নির্দেশনা দিন।
- এজন্য শিক্ষার্থীদের অনুসন্ধানের বিষয়বস্তু, তথ্যের উৎস, তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি, সময় ও বাজেট ইত্যাদি নির্ধারণ করতে বলুন।
- এরপর তথ্য সংগ্রহ করে তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিজ এলাকার মানুষের আচরণিক প্যাটার্ন নির্ণয় করতে বলুন।

সেশন ১৩-১৪:

- শিক্ষার্থীদের প্যানেল আলোচনা আয়োজন করার নির্দেশনা দিন।
- প্রতিটি প্যানেলে একটি দল তাদের অনুসন্ধান থেকে প্রাপ্ত ফলাফল ও সিদ্ধান্ত আলোচনার মাধ্যমে উপস্থাপন করবে তা বুঝিয়ে বলুন। এজন্য প্রয়োজনে তারা ছবি, পোস্টার পেপার, পাওয়ার পয়েন্ট ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারবে বলে জানান ।
- এভাবে প্রতিটি দল প্যানেল আলোচনায় উপস্থাপন করবে। প্যানেল আলোচনার জন্য ৫-১০ মিনিট সময় নির্ধারণ করুন।
- প্রতিটি প্যানেল আলোচনার পর ৪-৫ মিনিট বরাদ্দ রাখুন প্রশ্ন উত্তর পর্বের জন্য।
- শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন উত্তর পর্বে অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করুন।

শিখন অভিজ্ঞতার নাম: ‘বাংলাদেশ’ ও ‘বঙ্গবন্ধু’— মানবতাবাদী ধারা ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা ৯.৪: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধে জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে পারা

মোট সেশন সংখ্যা: ১৪টি **মোট কর্মঘণ্টা: ৯ ঘণ্টা**

সামগ্রিক কাজের বিবরণী:

এই শিখন অভিজ্ঞতায় সর্বপ্রথম শিক্ষার্থীরা বিগত বিভিন্ন শ্রেণিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে যা কিছু জেনেছে তা নিয়ে আলোচনা করবে। আলোচনার সময় তারা বঙ্গবন্ধুর দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের বিষয়টি তুলে ধরবে। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন উৎস (যেমন পাঠ্যপুস্তক/ছবি/ভিডিও/ইন্টারনেট ইত্যাদি) এবং এলাকার মুক্তিযোদ্ধা বা মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানেন এমন কোনো বয়স্ক ব্যক্তির কাছ থেকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করবে। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধে জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়ার গুরুত্ব উপলব্ধি করবে। শিক্ষার্থীরা ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধে জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থান থেকে তাদের করণীয় কী কী তা নির্ধারণ করবে। শিক্ষার্থীরা ২৬ শে মার্চের দিন ‘বঙ্গবন্ধু মেলা’ এর আয়োজন করবে। সেখানে তারা বঙ্গবন্ধুর জীবনের বিভিন্ন সময়ে ঘটে যাওয়া দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের ঘটনার উপর কেস স্টাডি করে প্রাপ্ত তথ্য উপস্থাপন করবে।

শিক্ষার্থীরা শিখন-শেখানোর অভিজ্ঞতামূলক চক্রের বিভিন্ন ধাপে কি কি কার্যক্রম পরিচালনা করবে তা নিচে দেওয়া হল:

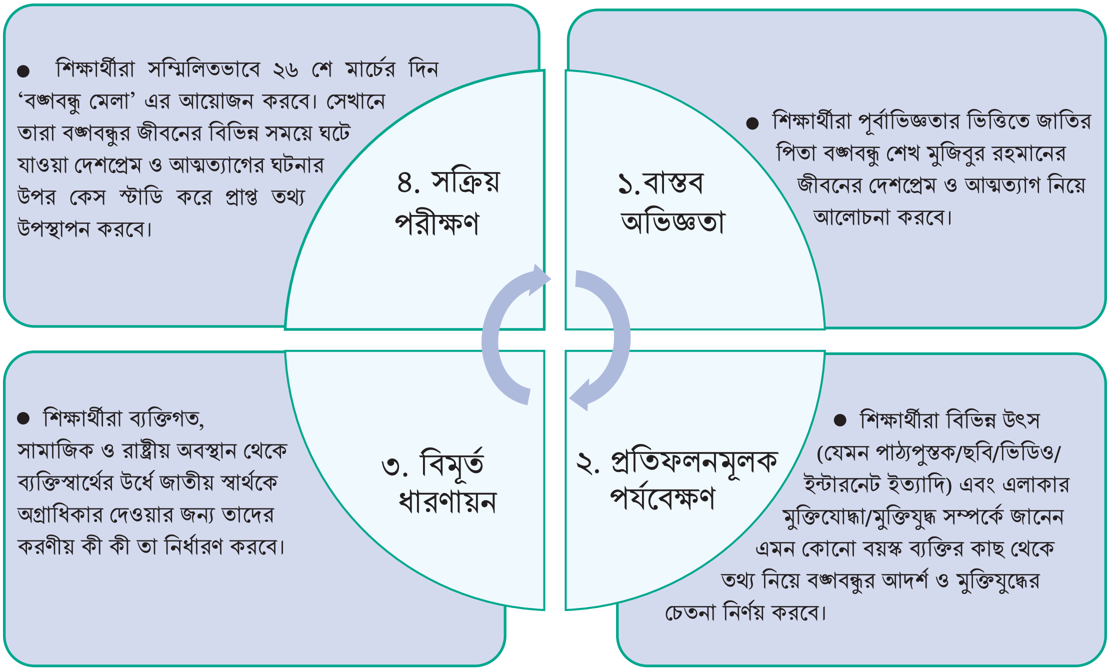

থিম নং	থিম	সেশন
১.	বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা অন্বেষণ	১-৬
২.	ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধে জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়ার করণীয় নির্ধারণ	৭-১১
৩.	‘বঙ্গবন্ধু মেলার’ আয়োজন	১২-১৪

থিম ১: বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা অন্বেষণ

শিক্ষকের করণীয়:

সেশন ১-২:

- শিক্ষার্থীদের ৫-৬ জন নিয়ে একেকটি দল গঠন করার নির্দেশনা দিন।
- শিক্ষার্থীরা বিগত বিভিন্ন শ্রেণিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে যা কিছু জেনেছে তা নিয়ে ভাবতে বলুন।
- এরপর দলে বঙ্গবন্ধুর দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের নিয়ে আলোচনা করতে বলুন।
- প্রতি দলে ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের আলোচনা শুনুন।

সেশন ৩-৬:

- শিক্ষার্থীদের দলগতভাবে পাঠ্যপুস্তক/ছবি/ভিডিও/ইন্টারনেট ইত্যাদি বিভিন্ন উৎস থেকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করতে বলুন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ধাপ অনুসরণ করে এলাকার মুক্তিযোদ্ধা বা মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানেন এমন কোনো বয়স্ক ব্যক্তির কাছ থেকে সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করার নির্দেশনা দিন।
- সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য কয়েকটি নমুনা প্রশ্ন দেওয়া হল:

সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রশ্নমালা

১. কোনো মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে?

২. পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আমাদের স্বাধীনতা কেনো প্রয়োজন ছিল?

৩.বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা কী ছিল?

৪. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে কারা অংশগ্রহণ করেছিল?

……………….

……………….

……………….

থিম ২: ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধে জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়ার করণীয় নির্ধারণ

শিক্ষকের করণীয়:

সেশন ৭-৯:

- সাক্ষাৎকার ও বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে শিক্ষার্থীদের বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নির্ণয় করতে বলুন।
- শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত ফলাফল লিখিত বা মৌখিক যেকোনো উপায়ে দলগতভাবে উপস্থাপনা করতে বলুন।

সেশন ১০-১১:

- শিক্ষার্থীদের দলগতভাবে আলোচনা করতে বলুন। আলোচনার বিষয়: ‘ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধে জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থান থেকে আমার করণীয়’।
- শিক্ষার্থীরা দলে আলোচনা করে তাদের করণীয়গুলো নির্ধারণ করে পোস্টার পেপারে লেখার নির্দেশনা দিন।
- লেখা শেষ হলে পোস্টার পেপার দেয়ালে টানিয়ে রাখতে বলুন।

থিম ৩: ‘বঙ্গবন্ধু মেলার’ আয়োজন

শিক্ষকের করণীয়:

সেশন ১২-১৪:

- শিক্ষার্থীদের ২৬ শে মার্চের দিন 'বঙ্গবন্ধু মেলা' এর আয়োজন করার নির্দেশনা দিন।
- এই জন্য তাদের সময় ও স্থান নির্ধারণ করতে বলুন।
- এই মেলা প্রদর্শনের জন্য তাদের একটি আমন্ত্রণ পত্র লিখতে বলুন।
- শিক্ষার্থী এলাকার মুক্তিযোদ্ধাদের আমন্ত্রণ করার নির্দেশ দিন। এজন্য তাদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করুন।
- শিক্ষার্থীদের পূর্বের তৈরি দলে একটি করে কেস স্টাডি করার নির্দেশনা দিন।
- প্রতিটি দল বঙ্গাবন্ধুর জীবন থেকে একটি ঘটনাকে কেস স্টাডি হিসেবে বেছে নিবে। কেসস্টাডিতে বঙ্গাবন্ধুর দেশপ্রেম ও ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধে জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়ার আদর্শকে তুলে ধরতে হবে।
- কেস স্টাডি থেকে প্রাপ্ত তথ্য 'বঙ্গবন্ধু মেলা'তে নাটিকা/ চিত্র প্রদর্শনী/ পাওয়া পয়েন্ট ইত্যাদি যেকোনো একটি প্রক্রিয়ায় উপস্থাপন করার নির্দেশনা দিন।

শিখন অভিজ্ঞতার নাম: রাজনৈতিক কাঠামো ও নাগরিক দায়িত্ব বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট: রাজনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা ৯.৬: স্থানীয় ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বিদ্যমান সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর যৌক্তিক বিশ্লেষণ করে ব্যক্তিগত অবস্থান ও ভূমিকা নির্ধারণ করতে পারা

মোট সেশন সংখ্যা: ১১টি **মোট কর্মঘণ্টা: ৮ ঘন্টা**

সামগ্রিক কাজের বিবরণী

- এই অভিজ্ঞতায় শিক্ষার্থীরা স্থানীয় ও বৈশ্বিকভাবে বিদ্যমান সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোগুলো বিশ্লেষণ করে এসকল ক্ষেত্রে তার অবস্থান ও ভূমিকা নির্ধারণ করবে। এই লক্ষ্যে শিক্ষার্থীরা প্রথমে নিজ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও এলাকার ইউনিয়ন পরিষদ/সিটি কর্পোরেশনের যে কোনো একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির কাছ থেকে বিদ্যালয়ের কার্যক্রম এবং স্থানীয় সরকার পরিচালনা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করবে। এরপর অনুসন্ধান হতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে বিদ্যালয় ও ইউনিয়ন পরিষদে যেসকল সেবা পাওয়া যায় সেসকল ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী নিজের ভূমিকা চিহ্নিত করবে।

- শিক্ষার্থীরা উক্ত অনুসন্ধান থেকে প্রাপ্ত ধারণার আলোকে পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত তথ্য থেকে দলীয় আলোচনার ভিত্তিতে বৈশ্বিকভাবে বিদ্যমান বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদগুলোর তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে উপস্থাপন করবে। এরপর স্থানীয় ও বৈশ্বিকভাবে বিদ্যমান সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর যৌক্তিক বিশ্লেষণ করে উক্ত কাঠামোতে তার ভূমিকা ও অবস্থান নির্ধারন করবে।

- সবশেষে শিক্ষার্থীরা দলীয়ভাবে কিছু কাজের তালিকা তৈরি করে বাস্তবায়ন করবে যা স্থানীয় ও বৈশ্বিকভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোতে প্রভাব ফেলবে।

শিক্ষার্থীরা শিখন-শেখানোর অভিজ্ঞতামূলক চক্রের বিভিন্ন ধাপে কি কি কার্যক্রম পরিচালনা করবে তা নিচে দেওয়া হল:

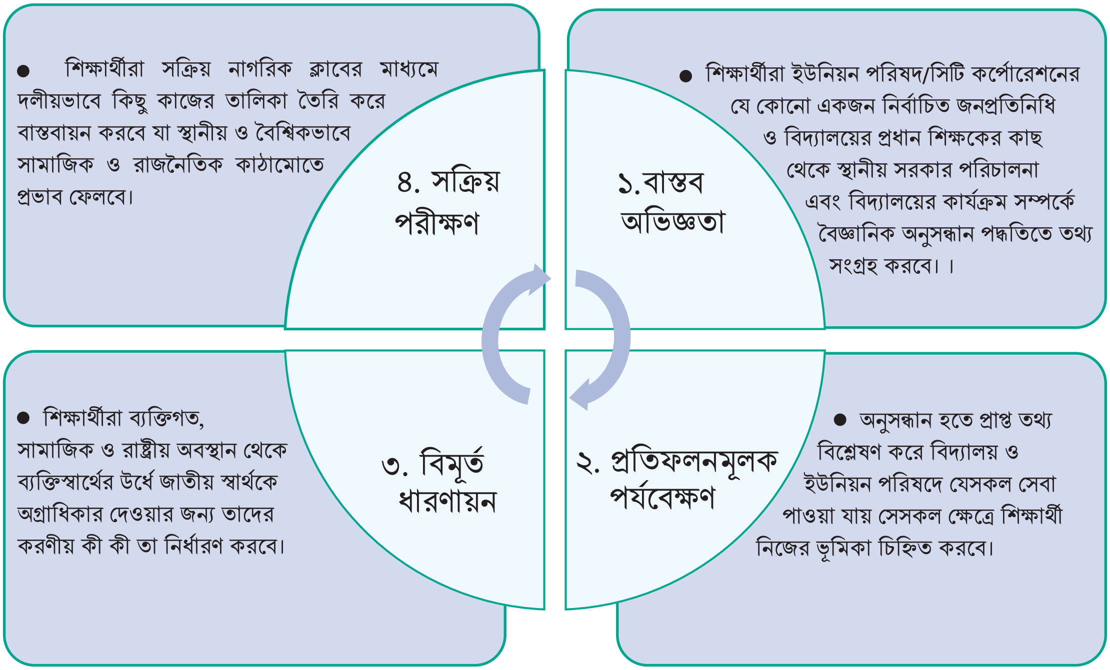

থিম নং	থিম	সেশন
১.	স্থানীয়ভাবে বিদ্যমান সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর কার্যক্রম পরিচালনা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধান ও নিজের ভূমিকা চিহ্নিতকরণ	১-৩
২.	ক. স্থানীয় ও বৈশ্বিকভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর যৌক্তিক বিশ্লেষণ করে তার ভূমিকা ও অবস্থান নির্ধারন খ. বৈশ্বিকভাবে বিদ্যমান বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদগুলোর তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে নিজের অবস্থান নির্ধারন	৪-৭
৩.	স্থানীয় ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বিদ্যমান সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোতে প্রভাব ফেলে এমন কিছু কাজের তালিকা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ	৮-১১

থিম ১: স্থানীয়ভাবে বিদ্যমান সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর কার্যক্রম পরিচালনা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধান

এই থিমের আলোকে শিক্ষার্থীরা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পদ্ধতি অনুসরণ করে শিক্ষার্থীরা ইউনিয়ন পরিষদ/সিটি কর্পোরেশনের যে কোনো একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কাছ থেকে স্থানীয় সরকার পরিচালনা এবং বিদ্যালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করবে।

শিক্ষকের করণীয়:

সেশন ১-৩:

- প্রথমে শিক্ষার্থীদেরকে নিজ নিজ পরিবারের কাঠামো কীভাবে গড়ে উঠেছে বা পরিবারের সকল কাজ কীভাবে শৃঙ্খলার মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়, দায়িত্বের কোনো ভাগ আছে কিনা এরকম কয়েকটি প্রশ্ন করে মুক্ত আলোচনা করতে বলুন।

- এরপর তাদের বলুন, আমাদের বিদ্যালয় বা ইউনিয়ন পরিষদ/ সিটি কর্পোরেশনেরও নিশ্চয় এরকম কোনো পরিচালনা পর্ষদ আছে! এবার তাদের ২টি পৃথক প্রশ্নমালা তৈরি করে ইউনিয়ন পরিষদ /সিটি কর্পোরেশনের যে কোনো একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কাছ থেকে স্থানীয় সরকার পরিচালনা এবং বিদ্যালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করতে বলুন।

বিদ্যালয়ের কাঠামো ও কার্যক্রম সম্পর্কিত অনুসন্ধান

প্রশ্নমালা

১. বিদ্যালয়ের পাঠদান কার্যক্রম কিভাবে পরিচালনা হয়?

২. বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাজের সাথে কারা কারা যুক্ত আছেন?

৩. কিভাবে এসকল দায়িত্ব বন্টন করা হয়?

৪. একাডেমিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কী কী যুক্ত হলে আরো ভালো হতো বলে আপনি মনে করেন?

৫.........

৬.........

৭.........

ইউনিয়ন পরিষদ/ সিটি কর্পোরেশন কাঠামো ও কার্যক্রম সম্পর্কিত অনুসন্ধান

প্রশ্নমালা

প্রশ্নমালা

১. ইউনিয়ন পরিষদ/ সিটি কর্পোরেশন সরকার কাঠামোর কোন স্তরে আছে?

২. এখানে দায়িত্বগুলো কে/ কারা বন্টন করেন?

৩. মূল কাজগুলো কি কি?

৪. আর কোন কোন কার্যক্রম এখানে যুক্ত হলে ভালো হতো বলে আপনি মনে করেন?

৫............

৬............

৭.............

- এরপর তারা অনুসন্ধান হতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে বিদ্যালয় ও ইউনিয়ন পরিষদে যেসকল সেবা পাওয়া যায় সেসকল ক্ষেত্রে নিজের ভূমিকা চিহ্নিত করে পোস্টার পেপারে উপস্থাপন করবে।

থিম ২: ক. স্থানীয় ও বৈশ্বিকভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর বিশ্লেষণ করে তার ভূমিকা ও অবস্থান নির্ধারন

থিম ২: খ. বৈশ্বিকভাবে বিদ্যমান বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদগুলোর তুলনামূলক যৌক্তিক বিশ্লেষণ করে নিজের অবস্থান নির্ধারন

এই থিমের আলোকে শিক্ষার্থীরা দুই ধরণের কাজ করবে। **প্রথমটি** তারা পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকে এবং পাঠ্যবইয়ে বিদ্যমান তথ্যের ভিত্তিতে স্থানীয় ও বৈশ্বিকভাবে বিদ্যমান সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোগুলো বিশ্লেষণ করে নিজ নিজ অবস্থান সনাক্ত করবে পরে তার কি ভূমিকা হতে পারে তা দলীয়ভাবে আলোচনা করে উপস্থাপন করবে।

দ্বিতীয় কাজটি তারা পাঠ্যবইয়ে উল্লেখিত বৈশ্বিকভাবে বিদ্যমান বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদগুলো তুলনামূলক বিশ্লেষণ করবে তার অবস্থানের পক্ষে যৌক্তিক বিশ্লেষণ করবে।

শিক্ষকের করণীয়:

সেশন ৪-৭:

- প্রথমে শিক্ষার্থীদের পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকে এবং পাঠ্যবইয়ে বিদ্যমান তথ্যের ভিত্তিতে স্থানীয় ও বৈশ্বিকভাবে বিদ্যমান সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোগুলো চিহ্নিত করতে বলুন।

- এরপর এই কাঠামোগুলো বিশ্লেষণ করে তারা তাদের অবস্থান চিহ্নিত করবে এবং এই কাঠামোগুলো ইতিবাচক ভাবে প্রভাবিত হয় এমন কিছু কাজের তালিকা (ভূমিকা) তৈরি করবে।

- তারা নিচে দেওয়া ছক ব্যবহার করে তালিকা তৈরির কাজটি করতে পারে।

বিদ্যমান সামাজিক কাঠামো	আমার অবস্থান	আমার ভূমিকা
বিদ্যালয়	শিক্ষার্থী	বিদ্যালয়ের নিয়মকানুন মেনে চলা, পরিচ্ছন্নতায় সহযোগিতা করা...........

বিদ্যমান রাজনৈতিক কাঠামো	আমার অবস্থান	আমার ভূমিকা
ইউনিয়ন/ সিটি কর্পোরেশন	নাগরিক	এলাকার পরিবেশ সংরক্ষণ করা, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সহযোগিতা প্রদান

দ্বিতীয় কাজটি করার জন্য শিক্ষার্থীদের পাঠ্য বইয়ে উল্লেখিত **রাজনৈতিক কাঠামো ও নাগরিক দায়িত্ব** এবং **বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট: রাজনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে** এই শিখন অভিজ্ঞতা দুটি পড়তে বলুন। এরপর তারা পাঠ্যবই ও অন্যান্য উৎস হতে বৈশ্বিকভাবে বিদ্যমান বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদগুলো তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে তার অবস্থান চিহ্নিত করতে বলুন এবং অবস্থানের পক্ষে যৌক্তিক বিশ্লেষণ করতে বলুন।

- বিশ্লেষণ হতে প্রাপ্ত তথ্য তারা নিচে দেওয়া ছক অনুসরণ করে উপস্থাপন করবে।

বৈশ্বিকভাবে বিদ্যমান রাজনৈতিক মতবাদ সমূহ	আমার অবস্থান	স্বপক্ষে যুক্তি

থিম ৩: স্থানীয় ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বিদ্যমান সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোতে প্রভাব ফেলে এমন কিছু কাজের তালিকা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ

এই থিমের আলোকে শিক্ষার্থীরা নিজ এলাকায় সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর আলোকে কিছু কাজ বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে যা স্থানীয় কাঠামোগুলোর পাশাপাশি বৈশ্বিক কাঠামোতেও প্রভাব ফেলবে। এই ধরণের কিছু কাজের তালিকা তারা পূর্বের সেশনে করেছে। পরবর্তী সেশনগুলোতে সেই তালিকা থেকে শিক্ষার্থীরা ১/২ টি কাজ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

শিক্ষকের করণীয়:

সেশন ৮-১১:

- প্রথমে শিক্ষার্থীদের বলুন তারা পূর্বের সেশনে যে যে কাজের তালিকা তৈরি করেছে তার মধ্যে ১/২ টি কাজ তাদের এলাকার স্বাপেক্ষে নির্ধারণ করতে যা তারা তাদের সক্রিয় নাগরিক ক্লাবের মাধ্যমে বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ করবে। **(এক্ষেত্রে যেহেতু নবম শ্রেণিতে তাদের সক্রিয় নাগরিক ক্লাব গঠন এখনও হয় নি তাই তারা গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্লাবের সদস্য নির্বাচন করে নবম শ্রেণির জন্য সক্রিয় নাগরিক ক্লাব গঠন করবে।)**

- তাদের নির্ধারিত কাজগুলো বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে যে যে ধরণের সহযোগিতা প্রয়োজন হবে তা আন্তরিকভাবে করুন। এক্ষেত্রে যদি মনে হয় স্থানীয় রাজনৈতিক কোনো ব্যক্তির সাহায্য লাগবে তাহলে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের সহযোগিতায় তার ব্যবস্থা করার চেষ্টা করুন।

{প্রিয় শিক্ষক, এছাড়া এই অধ্যায়ে উল্লেখিত অনুশীলনীগুলো শিক্ষার্থীদের বইয়ে দেওয়া নির্দেশনা অনুসরণ করে নির্ধারিত সেশনে সম্পন্ন করতে হবে।}

শিখন অভিজ্ঞতার নাম: রাজনৈতিক ইতিহাসের বৈচিত্র্যময় গতিপথ

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা ৯.৩: একাধিক প্রেক্ষাপট থেকে আসা ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহাসিক বয়ান, দলিল ও প্রমাণাদির উপর ভিত্তি করে বিশ্লেষণ করে নিজস্ব যৌক্তিক ভাষ্যে উপনীত হতে পারা।

মোট সেশন সংখ্যা: ১২টি **মোট কর্মঘণ্টা: ৮ ঘণ্টা**

সামগ্রিক কাজের বিবরণী:

এই অভিজ্ঞতায় শিক্ষার্থীরা প্রথমে পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত একটি ঐতিহাসিক ঘটনা পাঠ করে নিজেদের মতামত প্রদান করবে। এরপর তাদের মতামতের ভিন্নতা সনাক্ত করবে । শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত ঐতিহাসিক ঘটনা সম্পর্কিত তথ্য একাধিক উৎস যেমন: বই, পত্রিকা, টিভি বা রেডিও চ্যানেলের আর্কাইভ ভিডিও, অনলা-ইন আর্টিকেল থেকে সংগ্রহ করবে। শিক্ষার্থীরা তাদের মতামত ও একাধিক উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে বিশ্লেষণ করে যৌক্তিক সিদ্ধান্তে উপনীত হবে । নিজেদের এলাকার কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা বাছাই করে এলাকার পরিচিত কয়েকজনের কাছ থেকে মতামত এবং বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য নিয়ে সেই ঐতিহাসিক ঘটনাকে বিশ্লেষণ করবে। প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নেবে। এরপর 'ইতিহাসের দলিল' নামে একটি সাময়িকী তৈরি করবে। সাময়িকীতে নিজ এলাকার ঐতিহাসিক ঘটনাটি ছবি এঁকে/প্রতিবেদন লিখে/কবিতা লিখে ইত্যাদি বিভিন্ন উপায়ে উপস্থাপন করবে।

শিক্ষার্থীরা শিখন-শেখানোর অভিজ্ঞতামূলক চক্রের বিভিন্ন ধাপে কি কি কার্যক্রম পরিচালনা করবে তা নিচে দেওয়া হল:

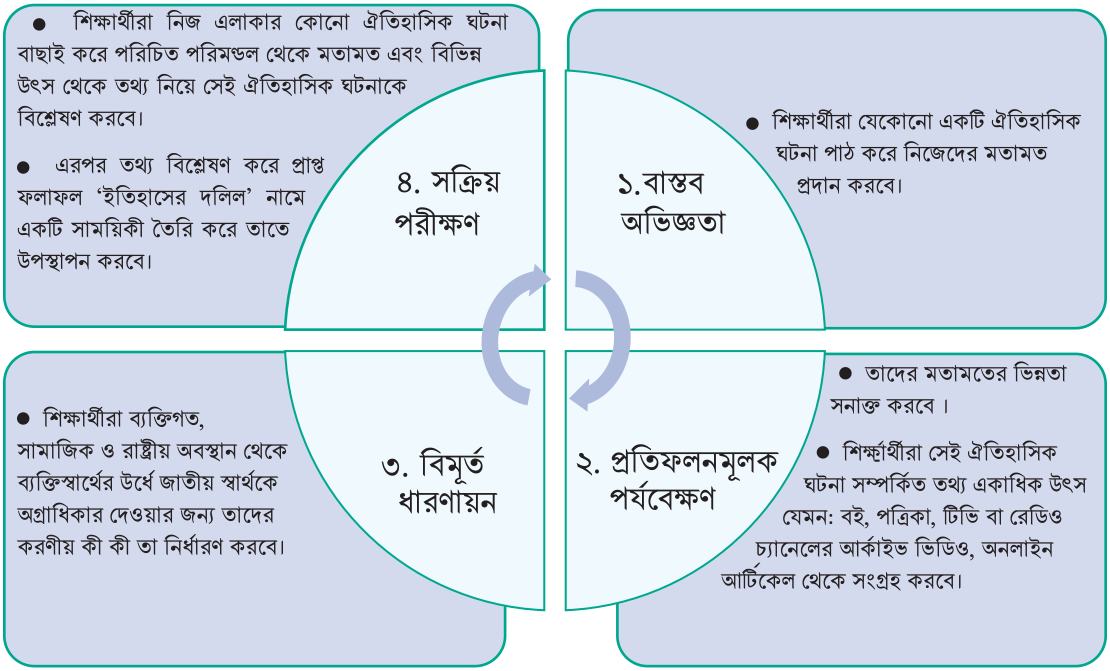

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

থিম নং	থিম	সেশন
১.	একাধিক প্রেক্ষাপট থেকে আসা ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহাসিক বয়ান, দলিল ও প্রমাণাদির উপর ভিত্তি করে তথ্য বিশ্লেষণ	১-৬
২.	বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য নিয়ে নিজ এলাকার কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা বিশ্লেষণ করে যৌক্তিকভাবে উপস্থাপন	৭-১২

থিম ১: একাধিক প্রেক্ষাপট থেকে আসা ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহাসিক বয়ান, দলিল ও প্রমাণাদির উপর ভিত্তি করে তথ্য বিশ্লেষণ

শিক্ষকের করণীয়:

সেশন ১-৩:

- শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত ঐতিহাসিক ঘটনাটি পাঠ করতে বলুন।
- ঐতিহাসিক ঘটনা সম্পর্কে তাদের মতামত খাতায় লিখতে বলুন। এজন্য ১৫-২০ মিনিট সময় দিন।
- লেখা শেষে মতামত উপস্থাপন করতে বলুন।
- শিক্ষার্থীরা নিজেরা মতামত প্রদান করবে এবং অন্যের মতামত শুনবে।
- এরপর শিক্ষার্থীদেরকে নিজের মতামতের সাথে অন্য সহপাঠীদের মতামতের মিল ও অমিল সনাক্ত করতে বলুন।

সেশন ৪-৬:

- শিক্ষার্থীদের ৫-৬ জন করে নতুন দল গঠন করার নির্দেশনা দিন।
- প্রতিটি দলকে পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত ঐতিহাসিক ঘটনা সম্পর্কিত তথ্য বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করতে বলুন। এজন্য তারা বই, পত্রিকা, টিভি বা রেডিও চ্যানেলের আর্কাইভ ভিডিও, অনলাইন আর্টিকেল ইত্যাদি বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে তা বুঝিয়ে বলুন।
- প্রতিটি দলকে সদস্যদের খাতায় লেখা মতামতগুলো আলোচনা করতে বলুন।
- তাদের নিজেদের মতামতা এবং বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলো বিশ্লেষণ করে সম্মিলিতভাবে একটি যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিতে বলুন।

থিম ২: বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য নিয়ে নিজ এলাকার কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা বিশ্লেষণ করে যৌক্তিকভাবে উপস্থাপন

শিক্ষকের করণীয়:

সেশন ৭-৯:

- শিক্ষার্থীদের পূর্বের গঠিত দলে বসতে বলুন।
- শিক্ষার্থীদের নিজ এলাকার কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা বাছাই করার নির্দেশনা দিন।
- সেই ঐতিহাসিক ঘটনা সম্পর্কে এলাকার পরিচিত কয়েকজন বয়স্ক ব্যক্তির কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করতে বলুন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের দলিল/ছবি/বই/পত্রিকা/ইন্টারনেট/ম্যাগাজিন ইত্যাদি বিভিন্ন উৎস থেকে সেই ঐতিহাসিক ঘটনা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে বলুন।
- এলাকার পরিচিত বয়স্ক ব্যক্তির মতামত এবং বিভিন্ন উৎসে থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ঘটনাটিকে বিশ্লেষণ করতে করতে বলুন।
- এরপর প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে দলগতভাবে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বলুন।

সেশন ১০-১২:

- শিক্ষার্থীদের ‘ইতিহাসের দলিল’ নামে একটি সাময়িকী তৈরি করার নির্দেশনা দিন।
- সাময়িকীতে প্রতিটি দল এলাকার ঐতিহাসিক ঘটনা ছবি এঁকে/প্রতিবেদন লিখে/কবিতা লিখে ইত্যাদি বিভিন্ন উপায়ে যৌক্তিকভাবে উপস্থাপন করতে বলুন।

শিখন অভিজ্ঞতার নাম: ব্যক্তি জীবনে সামাজিক কাঠামো

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা ৯.৫: নিজস্ব গন্ডি থেকে শুরু করে বৃহৎ বৈশ্বিক পরিসরে সামাজিক কাঠামোকে ব্যক্তিনিরপেক্ষ ও নির্মোহভাবে বিশ্লেষণ করতে পারা

মোট সেশন সংখ্যা: ১৪টি **মোট কর্মঘণ্টা: ১০ ঘণ্টা**

সামগ্রিক কাজের বিবরণী:

এই অভিজ্ঞতায় শিক্ষার্থীরা প্রথমে ২-৩টি কেস স্টাডি পাঠ করবে। কেস স্টাডিগুলোতে একটি পরিস্থিতি-তে কোনো ব্যক্তির কাজ বা সিদ্ধান্তের বর্ণনা থাকবে। শিক্ষার্থীরা কেস স্টাডিতে প্রদত্ত পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে ব্যক্তির কাজ বা সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা নির্ধারণ করবে। এরকম পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীরা নিজেকে কল্পনা করবে এবং সেই পরিস্থিতিতে তার সিদ্ধান্ত কেমন হতো তা নির্ণয় করবে। শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তক/বই/ইন্টারনেট ইত্যাদি বিভিন্ন উৎসের সহায়তায় স্থানীয় প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন সামজিক বিষয় বিশ্লেষণ করে সেখানে সামাজিক কাঠামোর ভূমিকা নির্ণয় করবে। সামাজিক কাঠামোর ভূমিকা বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে ব্যক্তি নিরপেক্ষ ও নির্মোহ থাকার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করবে। শিক্ষার্থীরা যেকোনো প্রেক্ষাপটকে ব্যক্তি নিরপেক্ষ ও নির্মোহভাবে বি-শ্লেষণ করার কৌশলগুলো নির্ধারণ করবে। শিক্ষার্থীরা বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন সামাজিক বিষয় নির্ধারণ করে সেখানে সামাজিক কাঠামোর ভূমিকা ব্যক্তিনিরপেক্ষ ও নির্মোহভাবে বিশ্লেষণ করে 'দেয়ালিকা' তৈরি করবে।

শিক্ষার্থীরা শিখন-শেখানোর অভিজ্ঞতামূলক চক্রের বিভিন্ন ধাপে কি কি কার্যক্রম পরিচালনা করবে তা নিচে দেওয়া হল:

১.বাস্তব অভিজ্ঞতা

- শিক্ষার্থীরা কিছু কেস স্টাডি পাঠ করবে যেখানে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ব্যক্তির কাজ বা সিদ্ধান্তের বিবরণ থাকবে ।
- শিক্ষার্থীরা সেই কেস স্টাডির পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে ব্যক্তির কাজ বা সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা নির্ধারণ করবে।

শিক্ষার্থীরা সেই পরিস্থিতিতে নিজেকে কল্পনা করে সে নিজে কী পদক্ষেপ নিতো তাও নির্ণয় করবে।

২. প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ

- শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তক/বই/ইন্টারনেট ইত্যাদি বিভিন্ন উৎসের সহায়তায় স্থানীয় প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন সামজিক বিষয় বিশ্লেষণ করে সেখানে সামাজিক কাঠামোর ভূমিকা নির্ণয় করবে।
- সেই প্রেক্ষাপটে সামাজিক কাঠামোর ভূমিকা বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে ব্যক্তি নিরপেক্ষ ও নির্মোহ থাকার প্রয়োজনীয়তা পর্যবেক্ষণ করবে।

৩. বিমূর্ত ধারণায়ন

- শিক্ষার্থীরা ব্যক্তি নিরপেক্ষ ও নির্মোহ বিশ্লেষণের কৌশলগুলো নির্ণয় করবে।

৪. সক্রিয় পরীক্ষণ

- শিক্ষার্থীরা বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন সামাজিক বিষয় নির্ধারণ করে সেখানে সামাজিক কাঠামোর ভূমিকা ব্যক্তিনিরপেক্ষ ও নির্মোহভাবে বিশ্লেষণ করে 'দেয়ালিকা' তৈরি করবে।

থিম নং	থিম	সেশন
১.	নিজস্ব গণ্ডি থেকে শুরু করে বৃহৎ বৈশ্বিক পরিসরে সামাজিক কাঠামো ব্যক্তিনিরপেক্ষ ও নির্মোহভাবে বিশ্লেষণ	১-১৪

থিম ১: নিজস্ব গণ্ডি থেকে শুরু করে বৃহৎ বৈশ্বিক পরিসরে সামাজিক কাঠামো ব্যক্তিনিরপেক্ষ ও নির্মোহভাবে বিশ্লেষণ

শিক্ষকের করণীয়:

সেশন ১-২:

- শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত কেস স্টাডিগুলো পাঠ করতে বলুন।
- কেস স্টাডিগুলোতে বর্ণিত পরিস্থিতিতে ব্যক্তির কাজ বা সিদ্ধান্ত নিয়ে শিক্ষার্থীদেরকে ভাবতে বলুন।

সেশন ৩-৫:

- শিক্ষার্থীদের ৫-৬ জনের নতুন দল গঠন করতে বলুন।
- প্রতি দলকে কেস স্টাডিতে বর্ণিত পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে ঐ পরিস্থিতিতে ব্যক্তির কাজ বা সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা নির্ধারণ করতে বলুন।
- এরকম পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদেরকে নিজেকে কল্পনা করতে বলুন। এরকম পরিস্থিতি তার জীবনে আসলে সে কী ধরনের সিদ্ধান্ত নিতো তা নির্ণয় করতে বলুন।
- এই কাজটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের যেকোন ঘটনা বা পরিস্থিতি বিশ্লেষণে ব্যক্তি নিরপেক্ষ ও নির্মোহ থাকার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে বলুন।

সেশন ৬-৭

- শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত সামাজিক স্তরবিন্যাস, অসমতা ও সামাজিক গতিশীলতা বিষয়ক শিখন অভিজ্ঞতা পাঠ ও অনুশীলনীর কাজ করতে বলুন।

সেশন ৮-৯

- শিক্ষার্থীদের পূর্বে গঠিত দলে বসতে বলুন।
- দলীয়ভাবে স্থানীয় প্রেক্ষাপটের বিভিন্ন সামজিক বিষয় (যেমন-সামাজিক স্তরবিন্যাস/সিপাহী বিদ্রোহ/ বৃটিশ শাসনামলে নীল চাষ ইত্যাদি) নির্ধারণ করতে বলুন।

- পাঠ্যপুস্তক/বই/ইন্টারনেট ইত্যাদি বিভিন্ন উৎস থেকে সামাজিক বিষয়গুলো সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার নির্দেশনা প্রদান করুন।
- সামাজিক বিষয়গুলোতে সামাজিক কাঠামোর ভূমিকা নির্ণয়ের জন্য তথ্য বিশ্লেষণ করতে বলুন।
- এই তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে ব্যক্তি নিরপেক্ষ ও নির্মোহ থাকার প্রয়োজনীয়তা নির্ণয় করতে বলুন।

সেশন ১০-১১

- শিক্ষার্থীদের দলগতভাবে যেকোনো প্রেক্ষাপটকে ব্যক্তি নিরপেক্ষ ও নির্মোহভাবে বিশ্লেষণ করার কৌশলগুলো নির্ণয় করার নির্দেশনা দিন।

সেশন ১২-১৪

- শিক্ষার্থীদের পূর্বের ন্যায় বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে সামাজিক বিষয় নির্ধারণ করতে করতে বলুন।
- এজন্য প্রতিদল থেকে একটি বৈশ্বিক সামাজিক বিষয় (যেমন-গৃহহীন মানুষ) নির্ধারণ করতে বলুন।
- প্রতিদলকে তাদের নির্ধারিত সামাজিক বিষয়ে সামাজিক কাঠামোর ভূমিকা ব্যক্তিনিরপেক্ষ ও নির্মোহভাবে বিশ্লেষণ করতে বলুন।
- তাদের বিশ্লেষণ থেকে প্রাপ্ত তথ্য/ফলাফল নিয়ে একটি ‘দেয়ালিকা’ তৈরি করার নির্দেশনা দিন।

শিখন অভিজ্ঞতার নাম: প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের স্বরূপ: সম্ভবনা, ঝুঁকি ও আমাদের করণীয়

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা ৯.৭: বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের প্যাটার্ন উদঘাটন করে এর ফলে সৃষ্ট সম্ভাবনা ও ঝুঁকিসমূহ বিবেচনা করে ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক ভূমিকা পালনে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করতে পারা

মোট সেশন সংখ্যা: ১৫টি **মোট কর্মঘণ্টা: ৭ ঘণ্টা**

এই যোগ্যতার জন্য সামগ্রিক কার্যাবলীর ধারনা:

শিক্ষার্থীদের এই যোগ্যতা অর্জনের জন্য প্রথমে সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবর্তনের বিভিন্ন প্যাটার্ন হিসাবে ভূমির ব্যবহারের পরিবর্তনের কারণ ও ফলাফল অনুসন্ধান করবে, এরই ধারাবাহিকতায় তারা সময়ের ও স্থানের ভিন্নতায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও মানব বসতির পরিবর্তনের সাথে ভূমির ব্যবহারের ধরণ সম্পর্কেও অনুসন্ধান করবে। পরবর্তীতে তারা বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিজস্ব পরিসরে বিভিন্ন ধরণের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের ফলে যে সম্ভবনা ও ঝুঁকি তৈরি হয় তা বিশ্লেষণ করে এলাকার সবার সহযোগিতায় উন্নয়ন মূলক কাজে অংশীদার হবে।

শিক্ষার্থীরা শিখন-শেখানোর অভিজ্ঞতামূলক চক্রের বিভিন্ন ধাপে কি কি কার্যক্রম পরিচালনা করবে তা নিচে দেওয়া হল:

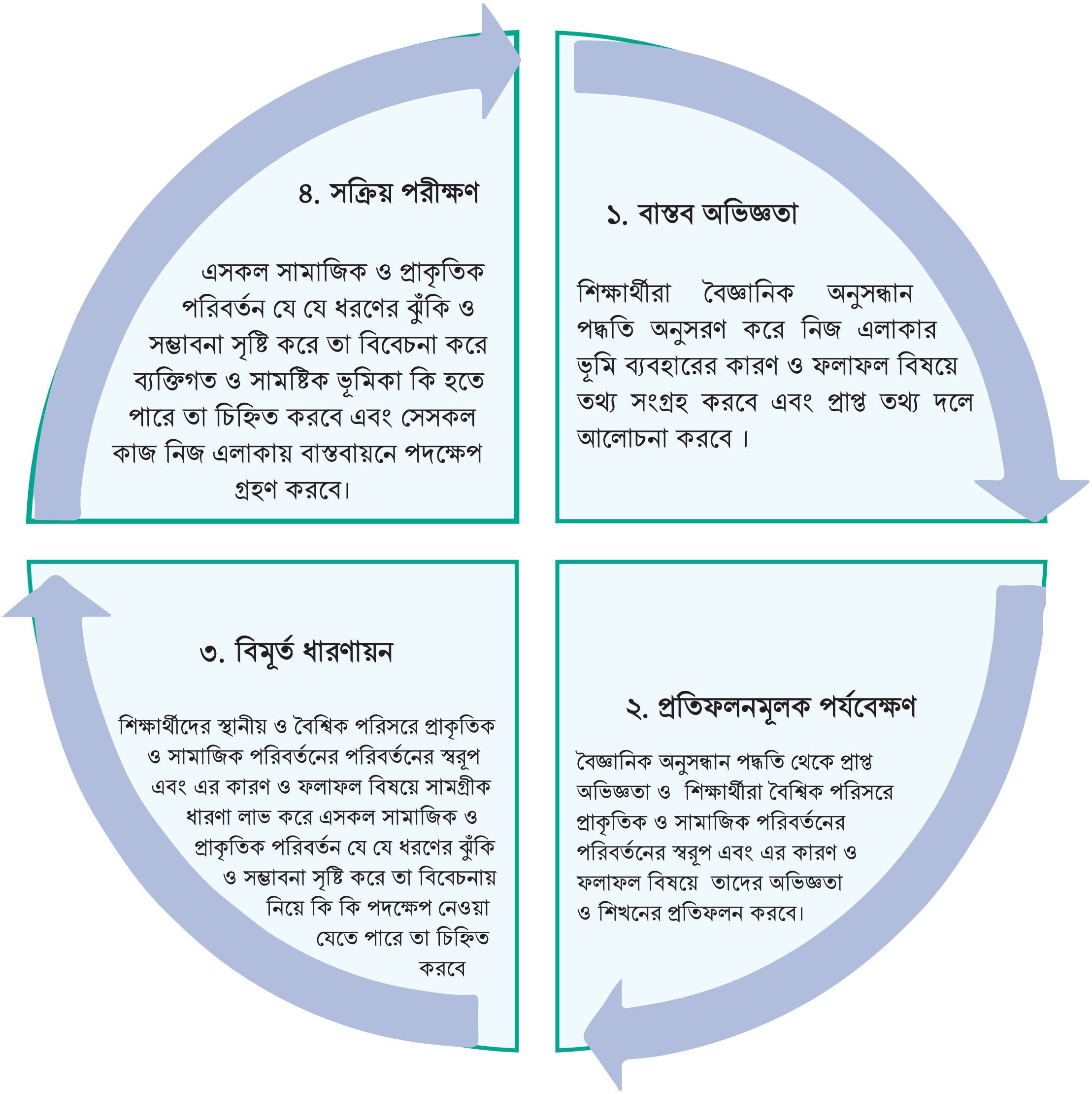

থিম নং	থিম	সেশন
১.	নিজ এলাকায় ভূমি ব্যবহারের ধরণ অনুসন্ধান	সেশন ১-৪
২.	বৈশ্বিকভাবে ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তনের প্যাটার্ন অনুসন্ধান, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তন	সেশন ৫-৯

৩.	জিআইএস ও রিমোটসেন্সিং প্রযুক্তি	সেশন ১০-১১
৪.	প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবর্তন বিবেচনায় ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক ভূমিকা নির্ধারণ	সেশন ১২-১৫

শিক্ষার্থীরা এই শিখন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের স্বরূপ সম্পর্কে জানবে। খুঁজে বের করবে এসকল পরিবর্তনের ফলে যে যে সম্ভবনা সৃষ্টি হচ্ছে তা কীভাবে টেকসই ব্যবস্থাপনা করা যায়। সেইসাথে যেসব ঝুঁকি সৃষ্টি হচ্ছে তা মোকাবিলা করতে আমাদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক ভূমিকা কেমন হবে ।

থিম ১: নিজ এলাকায় ভূমি ব্যবহারের ধরণ অনুসন্ধান

শিক্ষকের করণীয়:

সেশন ১-৪:

- প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের স্বরূপ চিহ্নিত করার জন্য প্রথমে নিচের দুটি মানচিত্র শিক্ষার্থীদের খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করতে বলুন। এরপর তারা বন্ধুদের সাথে আলোচনা করে নিচের ছকের মাধ্যমে কোন ধরণের ভূমি পরিবর্তিত হয়ে কোন ধরণের ভূমি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে তা চিহ্নিত করতে বলুন। পাশাপাশি এই ধরণের পরিবর্তন আমাদের জন্য কোন কোন সম্ভবনা বা ঝুঁকি তৈরি করতে পারে সেগুলোও লিখতে বলুন।

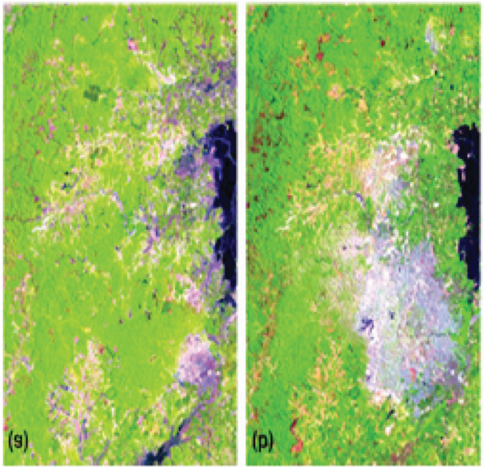

কক্সবাজারের কুতুপালং ও বালুখালির রোহিঙ্গা ক্যাম্প এলাকায় ২০১৭ (a, বামে) থেকে ২০১৯ (b, ডানে) সালের মধ্যে ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তনের চিত্র যা রিমোট সেন্সিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে। সবুজ আচ্ছাদন বা বনভূমি ধূসর রঙের মানববসতির মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত হয়েছে।

ভূমির ধরণ (পূর্বের অবস্থা)	পরিবর্তিত রূপ	সৃষ্ট সম্ভবনা	সৃষ্ট ঝুঁকি

- এরপর শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ এলাকায় ভূমির ব্যবহারে কোন কোন পরিবর্তন এসেছে তা অনুসন্ধান করে বের করতে বলুন। অনুসন্ধান পদ্ধতি সম্পর্কে তারা তাদের বইয়ের প্রথম অধ্যায়ে বিস্তারিত ধারণা পাবে। নিচে দেওয়া প্রশ্নমালার মতো করে প্রশ্নমালা তৈরি করে তারা এলাকার/ বাড়ির প্রবীণ ব্যক্তিদের সহযোগিতায় এই অনুসন্ধান কাজটি করতে বলুন।

তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্নমালা

১. এই এলাকায় ২০ বছর আগে যে পরিমাণ কৃষিজমি ছিলো এখন কি তার থেকে কমেছে না বেড়েছে?

২. কৃষিজমির এই পরিবর্তনের কারণ কি বলে আপনি মনে করেন?

৩. বিগত ২০ বছরে রাস্তাঘাটের কি কোনো পরিবর্তন হয়েছে? হলে কি ধরণের পরিবর্তন হয়েছে?

৪. ২০ বছর আগে আর এখন ঘরবাড়ির পরিমাণ এবং ধরণে কি কোনো পরিবর্তন হয়েছে? হলে কি ধরণের?

৫. ২০ বছর আগে যে পরিমাণ বনভূমি ছিলো এখন কি তার থেকে বেড়েছে না কমেছে? এই পরিবর্তনের কারণ কি বলে আপনি মনে করেন?

৬. এই এলাকায় আগে যেমন পুকুর খাল বিল, নদী ছিলো এখনও কি তেমন আছে? যদি না থাকে তবে এর জন্য আপনি কোন কর্মকাণ্ড দায়ি বলে মনে করছেন?

৭.......

৮........

- অনুসন্ধান থেকে প্রাপ্ত তথ্যের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ছকটি পূরণ করবে।

ভূমি ব্যবহারের ধরণ	পরিবর্তিত রূপ	কারণ	ফলাফল
কৃষিজমি	বসতবাড়ি	জনসংখ্যা বৃদ্ধি	কৃষিজমির পরিমান কমে যাবে, খাদ্য সংকট দেখা দিতে পারে।

রাস্তাঘাট			
বসতি			
জলাভূমি			

- এরপর প্রাপ্ত ফলাফল উপস্থাপনের জন্য শিক্ষার্থীদের এলাকার দুটি মানচিত্র তৈরি করতে বলুন। এরপর একটি মানচিত্রে ২০ বছর আগের ভূমির ব্যবহারের ধরণ এবং অন্য মানচিত্রে বর্তমান সময়ের ভূমির ব্যবহারের ধরণ বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্ন বা রং ব্যবহার করে চিহ্নিত করতে বলুন (খুলনা জেলার ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তনের মানচিত্রের অনুরুপ হতে পারে যা এই অধ্যায়ের প্রথমে তারা দেখেছে)। এরপর দৃশ্যমান পরিবর্তন গুলো এই মানচিত্র দুটি ব্যবহার করে উপস্থাপন করতে বলুন।

থিম ২: বৈশ্বিকভাবে ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তনের প্যাটার্ন অনুসন্ধান, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তন

শিক্ষকের করণীয়:

সেশন ৫-৯:

- শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ এলাকার ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তনের ধরণ অনুসন্ধান করেছে। সেখানে তারা দেখেছে অনেকগুলো কারণে ভূমির ব্যবহারে পরিবর্তন হয়েছে এবং তার ফলে এলাকায় যা যা প্রভাব পড়েছে তা যেমন আমাদের জন্য সম্ভবনার সৃষ্টি করেছে তেমনই ঝুঁকিও তৈরি হয়েছে।

- এরপর শিক্ষার্থীদের বলুন, ভূমি আচ্ছাদন ও ব্যবহার পরিবর্তনের ইতিহাস মিলিয়ন বছরের যা মানব সভ্যতার শুরুর সময়কালের মতোই প্রাচীন। ভূমির এসব পরিবর্তন বৈশ্বিক পরিবেশ পরিবর্তনে কিভাবে কাজ করছে, ভূমি পরিবর্তনের বৈশ্বিক ধরণ কেমন, পরিবর্তনের কারণ, এসব পরিবর্তন কিভাবে সামাজিক পরিবর্তনকে প্রভাবিত করছে তা জানার পাশাপাশি এ ধরনের পরিবর্তনের ফলাফল সম্পর্কে এ অংশে আমরা জানার চেষ্টা করব।

- এরপর তারা বৈশ্বিকভাবে ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তনের প্রেক্ষাপট খুঁজে বের করার কাজটি করার জন্য প্রথমে পৃথিবীর মানচিত্রের সাহায্যে (পাঠ্য বই ও মাল্টিমিডিয়ার সাহায্যে) ১৭০০ সাল থেকে ২০৫০ সাল পর্যন্ত ভূমির ব্যবহারে পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কৃষিজমির ব্যবহার কেমন প্রভাব ফেলতে পারে তা খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করবে। তারপর একটি ছকের সাহায্যে পরিবর্তনের ধরণগুলো চিহ্নিত করতে বলুন।

১৭০০ সালের মানচিত্রে ভূমি ব্যবহারের ধরণ	২০০০ সালের মানচিত্রে ভূমি ব্যবহারের ধরণ	২০৫০ সালের মানচিত্রে ভূমি ব্যবহারের ধরণ

- এরপর তাদের বলুন, উপরের কাজের মাধ্যমে আমরা দেখলাম কৃষিজমির ব্যবহারে পরিবর্তন বৈশ্বিকভাবে ভূমি আচ্ছাদনের পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু কেবলমাত্র কৃষিজমির ব্যবহারের পরিবর্তনই কি ভূমির আচ্ছাদনের বৈশ্বিকভাবে পরিবর্তনের একমাত্র কারণ? । চলো এখন আমরা অনুসন্ধান করে বের করি ভূমির আচ্ছাদন ও ব্যবহার পরিবর্তনের বৈশ্বিক ধরণ; এসকল পরিবর্তন হওয়ার কারণ; এর ফলে সৃষ্ট ঝুঁকি ও সম্ভবনা এবং এসকল ক্ষেত্রে আমাদের কী কী করণীয় থাকতে পারে যার ফলে এই পরিবর্তন আমাদের জন্য ঝুঁকির কারণ না হয়ে ওঠে।

- এই অনুসন্ধানের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য শিক্ষার্থীরা এই অধ্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুসন্ধানী অংশ থেকে পাবে, প্রয়োজনে ইন্টারনেটের সাহায্যও নিতে পারে।

- অনুসন্ধান শেষে প্রাপ্ত ফলাফল তারা প্রত্যেকে একটি প্রতিবেদন আকারে জমা দেবে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তন

শিক্ষার্থীরা বৈশ্বিকভাবে ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখেছে জনসংখ্যা সেখানে একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। তাই এখন তারা অতীতে পৃথিবীর জনসংখ্যা কেমন ছিল, সে সময়ে মানুষ কোথায় বাস করতো, তাদের জীবিকার উৎস কি ছিল কিংবা তারা কোন প্রক্রিয়ায় নানা ভূ-খন্ডে ছড়িয়ে পড়ে আজকের পর্যায়ে এসেছে তা এ অংশে খুঁজে বের করবে এবং সেই সাথে এটাও অনুসন্ধান করে বের করবে, কীভাবে জনসংখ্যার বৃদ্ধি কোন দেশ বা এলাকার ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তন আনে।

- প্রথমে শিক্ষার্থীদের পৃথিবীর মানচিত্রের সাহায্যে বিভিন্ন মহাদেশের জনসংখ্যার অবস্থা দেখাবেন (পাঠ্য বই ও মাল্টিমিডিয়ার সাহায্যে)। পরে এই মানচিত্রটি এবং অনুসন্ধানী অংশের সাহায্যে নিচের ছকটিকে খাতায় তুলে পূরণ করতে বলুন।

- কাজটি শেষ হলে সবাইকে বন্ধুদের সামনে তা উপস্থাপন করতে বলুন।

জনসংখ্যার পরিমাণ	দেশের নাম	মহাদেশের নাম	সময়ের সাথে জনসংখ্যা বিবেচনায় উক্ত মহাদেশে ভূমির ব্যবহারে কি কি ধরণের পরিবর্তন এসেছে
>১০০০ মিলিয়ন			
১০০-১০০০ মিলিয়ন			
৫০-১০০ মিলিয়ন			

২৫-৫০ মিলিয়ন			
৫-২৫ মিলিয়ন			
<৫ মিলিয়ন			

- এরপর তারা নিজ নিজ পরিবারের সদস্যদের নিয়ে একটা কাজ করবে। কাজটি করার জন্য আমরা তাদের ৬-৮ জনের দলে ভাগ করবো।

- এরপর প্রত্যেক দলের সদস্যদের পরিবারের সংখ্যার নারী ও পুরুষভেদে বয়স অনুযায়ী গ্রাফ কাগজে একটি লেখচিত্র অংকন করতে বলুন। তাদের সবার লেখচিত্র আঁকা হলে শিক্ষার্থীদের বলুন, যে লেখচিত্রটি তোমরা অংকন করলে সেটি যখন কোনো দেশ বা অঞ্চলের জন্য করা হয় তখন তাকে বলে জনসংখ্যা পিরামিড। তারপর তাদের জনসংখ্যা পিরামিড সম্পর্কে তাদের বইয়ে লেখা অংশটুকু বুঝিয়ে বলুন।

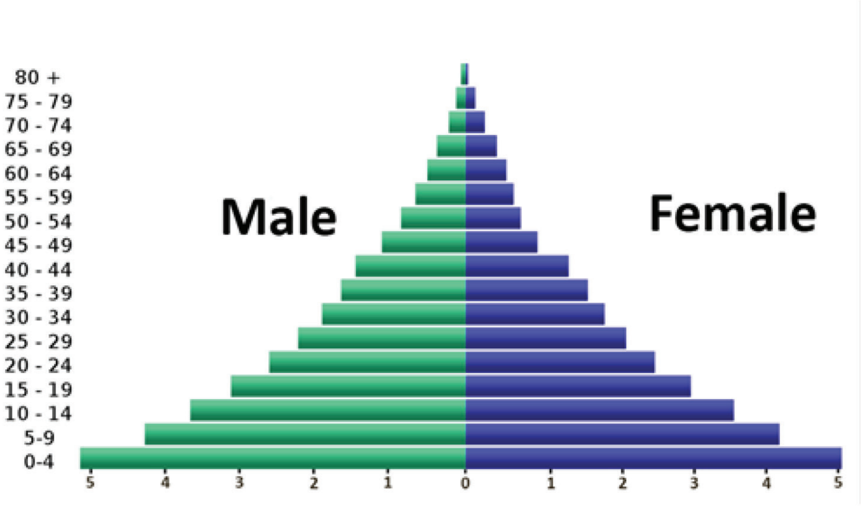

থিম ৩: জিআইএস ও রিমোটসেন্সিং প্রযুক্তি

শিক্ষকের করণীয়:

সেশন ১০-১১:

- শিক্ষার্থীদের বলুন, তোমরা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছো আমরা বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ বা বিশ্লেষণ করতে কখনও তথ্য সম্বলিত ছবি আবার কখনও স্যাটেলাইট এর মাধ্যমে তোলা ছবি ব্যবহার করি। এই যে কোনো জায়গায় সরাসরি না গিয়ে এ ধরণের তথ্য সম্বলিত ছবি বা মানচিত্র ব্যবহার করে সেই জায়গার সামগ্রিক অবস্থা বিশ্লেষণ করা হয় এমন দুইটি প্রযুক্তি নিয়ে এবার আমরা জেনে নেবো।

- এরপর শিক্ষার্থীদের বইয়ে দেওয়া জিআইএস ও রিমোটসেন্সিং প্রযুক্তি সম্পর্কে পড়তে বলুন এবং তাদের কোথাও বুঝতে অসুবিধা হলে সেটি বুঝতে সহযোগিতা করবেন। যেহেতু বিষয়টা শিক্ষার্থীদের জন্য একেবারেই নতুন তাই যদি সম্ভব হয় মাল্টিমিডিয়ার সাহায্যে তাদের জিআইএস ও রিমোটসেন্সিং প্রযুক্তির কিছু উদাহরণ দেখিয়ে দিন।

থিম ৪: প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবর্তন বিবেচনায় ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক ভূমিকা নির্ধারণ

শিক্ষকের করণীয়:

সেশন ১২-১৫:

- এই শিখন অভিজ্ঞতায় অনেকগুলো কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা দেখেছে প্রকৃতি ও সমাজের যেকোনো ধরণের পরিবর্তন কখনও আমাদের জন্য সম্ভবনা তৈরি করছে আবার কখনও আমাদেরকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিচ্ছে।

- এখন তাদের বলুন, পরিবর্তন ঠেকানো সবসময় আমাদের জন্য সম্ভব নয়। তাই আমাদের সেইসব পদক্ষেপই নেওয়া উচিত যেগুলোর মাধ্যমে আমরা পরিবর্তন এর ঝুঁকি কমিয়ে সেগুলোকে সম্ভবনায় রূপ দিতে পারি। আর তার জন্য প্রয়োজন সম্মিলিত প্রচেষ্টা।

- এরপর তাদের উপলব্ধি আরো গভীর করার জন্য বলুন, আমাদের ভেবে দেখা প্রয়োজন গাছপালা, নদী-নালা পাহাড়-পর্বত, বড় বড় জীব-জানোয়ার, পোকা-মাকড় ইত্যাদির মতই আমরা প্রকৃতির একটি উপাদান মাত্র। বুদ্ধিমান প্রাণী হিসেবে মানুষ নিজ প্রজাতির মৃত্যুর হার কমিয়ে আনুপাতিক জনসংখ্যা হু হু করে বাড়িয়ে ফেলেছে। অন্যান্য প্রাণীর মতো মানুষ প্রকৃতিতে টিকে থাকতে পারলেই সন্তুষ্ট নয়। বাঁচার প্রয়োজন ছাড়াও ভালোভাবে বাঁচতে গিয়ে বাঁচার জন্য অনিবার্য নয় এমন বাড়তি অনেক কিছু করে। মানুষের চাহিদার এই চাপ ক্রমবর্ধমান। এর চাপ সামগ্রিকভাবে পড়েছে প্রকৃতিরই ওপর। আমরা বাঁচবো প্রকৃতিকে জয় করে নয়, প্রকৃতির উপাদান হিসেবে, প্রকৃতির অংশ হয়ে।

- এরপর তাদের বলুন, চলো তাহলে আমরা এমন কিছু কাজের তালিকা তৈরি করি যা আমাদের এলাকার জন্য সম্ভবনা সৃষ্টি করবে। এই কাজগুলো আমরা আমাদের সক্রিয় নাগরিক ক্লাবের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করবো এবং এসকল কাজ সফলভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য আমরা এলাকার বয়স্ক মানুষদের সাহায্য নেবো।

নমুনা কাজের তালিকা

১. এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসনে সিটি কর্পোরেশন/ ইউনিয়ন পরিষদের সহযোগিতায় একটি প্রকল্প ভিত্তিক কাজের পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ।

২. ডেঙ্গু মশা নিধনে সচেতনতা মূলক কাজের পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়ন।

৩. প্লাস্টিকের ব্যবহার কমানোর জন্য পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ।

৪.....................................

৫....................................

- কাজের তালিকা চূড়ান্ত হলে শিক্ষার্থীদের এলাকার প্রেক্ষাপট অনুযায়ী যেকোনো একটি কাজ তারা প্রবীণ ব্যক্তিদের সহযোগিতায় বাস্তবায়ন করতে সহযোগিতা করবেন।

শিখন অভিজ্ঞতার নাম: সম্পদের উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ ও সমতার নীতি

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা ৯.৮: সমাজ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সম্পদের উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ এবং সংরক্ষণের নীতি বিশ্লেষণ করে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক ভূমিকা নির্ধারণ করতে পারা।

মোট সেশন সংখ্যা: ১৩টি **মোট কর্মঘণ্টা: ৯ ঘণ্টা**

সামগ্রিক কাজের বিবরণী:

এই শিখন অভিজ্ঞতায় শিক্ষার্থীরা নিজ এলাকার কয়েকটি সমস্যা চিহ্নিত করবে। শিক্ষার্থীরা তাদের চিহ্নিত সমস্যাগুলোর মধ্যে কোনটি সামাজিক প্রেক্ষাপট নির্ভর এবং কোনটি রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট নির্ভর তা নির্ণয় করবে। পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত অভিজ্ঞতা/ইন্টারনেট/বই ইত্যাদি উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে সমস্যাগুলো অর্থনৈতিক বিভিন্ন তত্ত্ব ও নীতির আলোকে যাচাই করবে। এরপর শিক্ষার্থীরা অনুসন্ধান পদ্ধতিতে বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য নিয়ে এলাকার সমস্যা সমাধানের জন্য কী কী সম্পদ প্রয়োজন এবং এই সম্পদ উৎপান, বণ্টন, ভোগ ও সংরক্ষণের উপায় অর্থনীতির বিভিন্ন তত্ত্ব ও নীতির আলোকে নির্ধারণ করবে। সেই সাথে সমস্যা সমাধান হলে সমাজের বিভিন্ন পেশা ও শ্রেণির মানুষের উপর কী ধরণের প্রভাব ফেলবে তা নির্ধারণ করবে। এরপর শিক্ষার্থীরা একটি মুক্ত আলোচনার আয়োজন করবে। সেখানে তারা তাদের অনুসন্ধানের বিষয়গুলো উপস্থাপন করবে। উপস্থাপনা শেষে এলাকার সমস্যা সমাধানে ব্যক্তি ও সমাজের ভূমিকা শিক্ষক ও সহপাঠীদের মতামতের ভিত্তিতে নির্ণয় করবে। সবশেষে একটি রিপোর্ট তৈরি করে জমা দিবে।

শিক্ষার্থীরা শিখন-শেখানোর অভিজ্ঞতামূলক চক্রের বিভিন্ন ধাপে কি কি কার্যক্রম পরিচালনা করবে তা নিচে দেওয়া হল:

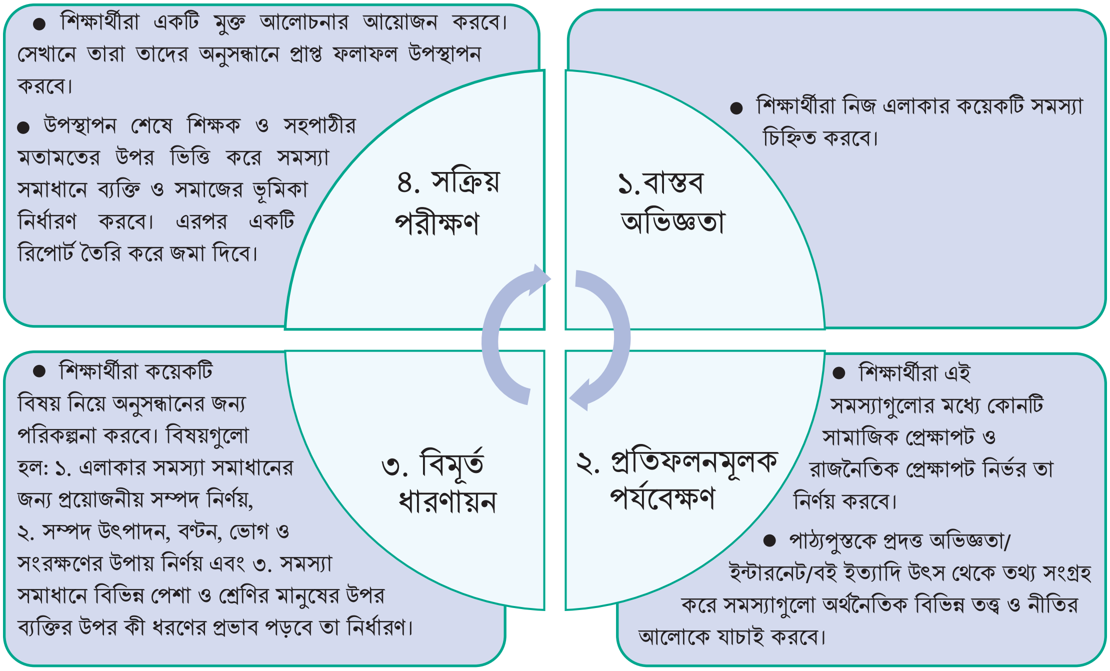

থিম নং	থিম	সেশন
১.	নিজ এলাকার সমস্যা নির্ধারণ ও সমস্যা সমাধানের উপায় অন্বেষণ	সেশন ১-৫
২	প্রয়োজনীয় সম্পদের উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ ও সংরক্ষণের উপায় অনুসন্ধান এবং ব্যক্তি ও সমাজের ভূমিকা নির্ণয়	সেশন ৬-১৩

থিম ১: নিজ এলাকার সমস্যা নির্ধারণ ও সমস্যা সমাধানের উপায় অন্বেষণ

শিক্ষকের করণীয়:

সেশন ১:

- শিক্ষার্থীদের পুরো শিখন অভিজ্ঞতা পরিচালনার জন্য ৫-৬ জন করে কয়েকটি দলে ভাগ করে দিন।
- তাদের দলগতভাবে নিজ এলাকার কয়েকটি সমস্যা (যেমন-বেকার সমস্যা, বন্যা সমস্যা ইত্যাদি) চিহ্নিত করতে বলুন।

সেশন ২-৫:

- চিহ্নিত সমস্যাগুলোর মধ্যে কোনটি সামাজিক প্রেক্ষাপট নির্ভর সমস্যা। কোনটি রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট নির্ভর সমস্যা তা নির্ধারণ করতে বলুন। এই কাজটি তারা দলগতভাবে করবে।
- শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত অভিজ্ঞতা/ইন্টারনেট/বই ইত্যাদি উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে সমস্যাগুলো অর্থনৈতিক বিভিন্ন তত্ত্ব ও নীতির আলোকে যাচাই করার নির্দেশনা দিন।
- এজন্য শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তকের প্রদত্ত শিখন অভিজ্ঞতা পাঠ ও অনুশীলনীর কাজগুলো যথাযথভাবে করার নির্দেশনা দিন ও সহায়তা করুন।

শিক্ষকের করণীয়:

সেশন ৬-৯:

- শিক্ষার্থীদের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পদ্ধতি পরিচালনার জন্য প্রস্তুত হতে বলুন। এই কাজটি তারা দলগতভাবে করবে। এজন্য তাদের আগের মতো দলে বসার নির্দেশনা দিন।
- শিক্ষার্থীদের দলগতভাবে পূর্বের চিহ্নিত এলাকার সমস্যাগুলোর মধ্যে যেকোন একটি সমস্যা বাছাই করতে বলুন।

- শিক্ষার্থীদের নিচের বিষয়গুলো উপর তথ্য সংগ্রহ করার নির্দেশনা দিন। বিষয়গুলো হল:
- ১. এলাকার সমস্যাটি সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ নির্ণয়

  ২. সম্পদ উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ ও সংরক্ষণের উপায় নির্ণয় এবং

  ৩. সমস্যাটির সমাধান হলে বিভিন্ন পেশা ও শ্রেণির মানুষের উপর কী ধরণের প্রভাব পড়বে তা নির্ধারণ।
- শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তকের শিখন অভিজ্ঞতা/অর্থনীতির বই/ইন্টারনেট ইত্যাদি উৎস থেকে তথ্য নিয়ে অর্থনৈতিক বিভিন্ন নীতি ও তত্ত্বের আলোকে সমস্যাটি সমাধান করতে বলুন।

সেশন ১০-১৩:

- শিক্ষার্থীদের একটি মুক্ত আলোচনার আয়োজন করতে বলুন। এই আলোচনায় বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষকদের অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ করুন।
- মুক্ত আলোচনায় শিক্ষার্থীদেরকে দলগতভাবে তাদের অনুসন্ধানের বিষয়গুলো উপস্থাপন করতে বলুন।
- প্রতিটি দলের উপস্থাপনায় ৫-১০ মিনিট সময় বরাদ্দ রাখুন।
- সব দলের উপস্থাপনা শেষে এলাকার বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে ব্যক্তি ও সমাজের ভূমিকা নিয়ে শিক্ষকদের কাছে মতামত নিন। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদেরকেও তাদের মতামত প্রদান করতে উৎসাহিত করুন।
- সবশেষে শিক্ষার্থীদের একটি রিপোর্ট তৈরি করতে বলুন। শিক্ষার্থীরা অনুসন্ধানে প্রাপ্ত ফলাফল ও মুক্ত আলোচনায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের প্রাসঙ্গিক মতামত লিখে রিপোর্টটি জমা দিবে।

মুক্তিযুদ্ধের কয়েকজন বীরাঙ্গনা

আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকার, আলবদর, আলশাম্‌স বাহিনী বাংলাদেশের নিরীহ নিরস্ত্র জনগণের উপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছিল। গণহত্যার পাশাপাশি নারীদের ধর্ষণ, মানুষের সম্পদ লুণ্ঠন ও দেশের সর্বত্র ব্যাপক অগ্নিসংযোগ ঘটিয়েছিল। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে লক্ষ লক্ষ নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের পর বিভিন্ন সেনা ক্যাম্প ও পাকিস্তানি সেনাদের নির্যাতন কেন্দ্রগুলো থেকে বহু নারীকে উদ্ধার করা হয়েছিল। সেসময় পারিবারিক ও সামাজিকভাবে এঁদের অনেকেই আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু এই নির্যাতিত নারীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি তাঁদের বীরাঙ্গনা (রণাঙ্গনের বীর নারী) আখ্যা দিয়ে সম্মানিত করেন। ১৯৭২ সালের ২২শে ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকার যুদ্ধকালীন নির্যাতিত নারীদের এই বীরাঙ্গনা খেতাব প্রদান করে। ১৯৭২ সালেই নির্যাতিত নারীদের জন্য বঙ্গবন্ধু সরকার কর্তৃক মহিলা পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। সরকার ১৯৭২ সালে সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে ১০% পদ মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতিত নারী অথবা যাদের আত্মীয়-স্বজন শহিদ হয়েছেন এমনসব নারীর জন্য সংরক্ষিত রাখার আদেশ দেন।

১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করার পর বন্ধ করে দেওয়া হয় পুনর্বাসন কেন্দ্র। সমাজে বীরাঙ্গনা নারীরা চরম অবহেলা আর ঘৃণার পাত্র হিসেবে বিবেচিত হতে থাকেন। শেখ হাসিনার সরকার বীরাঙ্গনা নারীদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতির পাশাপাশি অন্য মুক্তিযোদ্ধাদের মতো ভাতাসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা চালু করেন। বর্তমানে গেজেটভুক্ত বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ৩৩৯ জন। তাঁদের মহান ত্যাগের জন্য জাতি তাঁদের কাছে চিরঋণী।

২০২৪ শিক্ষাবর্ষ

নবম শ্রেণি

শিক্ষক সহায়িকা

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

শিক্ষাই দেশকে দারিদ্র্যমুক্ত করতে পারে

– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

পরিশ্রম উন্নতির চাবিকাঠি

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য **‘৩৩৩’** কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার **১০৯** নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য